CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 November, 2023 ■ আগরতলা ৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২২ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মানব পাচারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে এনআইএ'র অভিযান, গ্রেপ্তার মোট ৪৪, ত্রিপুরায় ২১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। ইন্দো- বাংলা সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন টাউট বা মধ্যস্থকারীদের সহায়তায় অবৈধভাবে রোহিঙ্গা ভারতে প্রবেশ করছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে আজ বুধবার। ওই অভিযানে ত্রিপুরা থেকে ২১ জন সহ বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৪৪ জন টাউট বা মধ্যস্থকারীদের আটক করা হয়েছে বলে এনআইএ- এর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এনআইএ-এর তরফে ওই বিবৃতিতে আরো জানানো হয়েছে, গুয়াহাটি, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুরের এনআইএ শাখায় ৪টি মানব পাচারের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৫টি জায়গায় আজ বুধবার একযোগে এই অভিযান চালানো হয়েছে। এর ফলে ৫টি রাজ্যের মানব পাচারের দলকে ধ্বংস করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই আসাম পুলিশ এই সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে তাদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছিল। আসাম পুলিশের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে ত্রিপুরা থেকে আসা একটি ট্রেনে রোহিঙ্গাদের একটি দল শনাক্ত করা হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁরা অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। ওই ঘটনার পর অসম পুলিশের তরফ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল সীমান্ত এলাকায়। অভিযানে অবৈধভাবে প্রবেশকারী ৪৫০ জন রোহিঙ্গাদের বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের সহায়তায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরো জানানো হয়েছে, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেছে অভিবাসীদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশে সহায়তা করেছিল টাউট বা মধ্যস্থকারীরা। যাঁরা অনুপ্রবেশে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। পুলিশি তদন্তকালে আরও জানা গিয়েছে, টাউটদের অস্তিত্ব শুধু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুই পাশেই নয়, মূল ভূখণ্ডেও রয়েছে। এরপরই চলতি বছরের জুলাই মাসে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও অসম পুলিশ টাউটদের নেটওয়ার্ক নির্মূল করার জন্য একটি অপারেশন শুরু করেছিল। ওই অভিযানে দশ জন টাউট বা মধ্যস্থকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তদন্তে আরো জানা যায়, যে ভারত জুড়ে টাউটদের নেটওয়ার্ক বিদ্যমান ছিল।

অতএব, অসম রাজ্যকে জাতীয় বিরোধী কার্যকলাপের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অসম সরকার ভারত সরকারের কাছে একটি মামলা এনআইএ -এর কাছে স্থান্তারিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তদানুসারে, এনআইএ মামলাটি গ্রহণ করে এবং অসম পুলিশের সাথে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৭টি টিম দেশব্যাপী অভিযান শুরু করে।

এন আই এ এর তরফে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স দ্বারা ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। যার এফআইআর নাম্বার ১২/২০২৩। তারপরেই এনআইএ ৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটির এনআইএ থানায় এই মামলা নথিভুক্ত করে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। গুয়াহাটির এনআইএ থানায় এই মামলার নম্বর- আরসি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও এডিসি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। এদিন নিজ অফিসেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। এদিন এক প্রকার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া নেই বললেই চলে। জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা নিয়ে এদিন আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, উপজাতিদের উন্নয়ন কতটা হয়েছে বা হচ্ছে তা এডিসি এলাকারগুলিতে গেলেই বোঝা যায়। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, নেই রাস্তাঘাট।

এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এদিন। তার কথায়, উপজাতি এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে শুরু করে দ্বাদশমান বিদ্যালয় গুলিতেও নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষক স্বল্পতার খবর উথে আসছে পত্র পত্রিকায়। এহেন অবস্থায় সরকার নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে বলেও অভিযোগ করেছেন এদিন তিনি। বিরোধী দলনেতা আরো অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। তবুও আশানুরূপ উন্নয়নের কোনো চিত্র নেই বলেই এদিন দাবি করেছেন তিনি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গ তুলে এনে তিনি রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপির চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি অভিযোগ করেন পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, মেয়াদত্তীর্ণ স্যালাইন ও ঔষধ দেওয়া হচ্ছে রোগীদের শরীরে। গোটা রাজ্য থেকে একাধিক এই ধরণের ঘটনা উঠে এলেও মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী নীরব কেন তার প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এছাড়াও এদিন পেঁয়াজের দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সহ একাধিক বিষয়ে কথা বলেছেন এদিন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা।

গন্ডাছড়ায় জোড়া খুনের অভিযুক্ত অধরা, উদ্ধার হল বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ নভেম্বর।। গন্ডাছড়ায় জোড়া খুনের আসামীকে পুলিশ এখনো জালে তুলতে পারেননি। ৩১অক্টোবর ডুম্বুর জলাশয় থেকে বস্তাবন্দী পচাগলা রুপাস্বড়ি জমাতিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে রইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ। ময়মাতদন্ত করে বৃহস্পতিবার স্বামী যুগল কিশোর জমাতিয়া এবং পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৃতদেহ। মায়ের অন্তিমক্রিয়া শেষ হতে না হতেই ২রা নভেম্বর নিখোঁজ ১২বছরের নাবালিকা কন্যার মৃতদেহ ডুম্বুর জলাশয় একটি অংশ মাইলাছড়া মায়ের দেহ থেকে একটু দূরে উদ্ধার করা হয়। মায়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ১২ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার হয় মেয়ের মৃতদেহ।

মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনো পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের জড়িত কাউকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশায় থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২২ অক্টোবর গোমতী জেলার বীরগঞ্জ মহকুমার এমপি থানাধীন তিন গড়িয়া থেকে মা ও ১২ বছরের নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। এ নিয়ে স্বামী যুগল কিশোর জমাতিয়া অম্পি থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেন।তিনি জানান যে আমি দিনমুজরি কাজ করি। প্রতিদিনের মতো তিনি সেদিনও কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে চলে যান। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন তার স্ত্রী ও কন্যা বাড়িতে নেই।

আত্মীয়-স্বজন ও সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোন সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন। যুগল কিশোর জমাতীয়া জানান যে তিন গড়িয়ার এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রীর অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নাবালিকা কন্যা ও তার মাকে একটি বাইকে করে ওই ব্যক্তি অমরপুর নতুন বাজার পাহাড়পুর থেকে নিয়ে গিয়েছিল বলে খবর মিলেছে। সে অনুযায়ী তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করতে সম্ভব হয়েছে। অমরপুর নতুন বাজার রাস্তার পাহাড়পুর থেকে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল আনতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। জল আনতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে দুই সন্তানের জননীর। আজ দুপুরে দক্ষিণ চড়িলাম কড়ুইমুড়া এলাকায় সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাসলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ দুপুরে দক্ষিণ চড়িলাম কড়ুইমুড়া এলাকার বাসিন্দা এলাকার বাসিন্দা দীপু নমঃ জল আনতে গিয়েছিলেন। তখন আগরতলা- সাব্রমগামী রেলের কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সাথে সাথে তাঁরা পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাসলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের

বাজেটে গৃহীত প্রকল্পগুলি চলতি অর্থ বছরে রূপায়নের নির্দেশ অর্থমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, বিশেষ সচিব এবং বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজেটে যে অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে তা যাতে সঠিকভাবে ও সময় মতো মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করা। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ক্যাপিটেল স্কিমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় অর্থ যাতে চলতি অর্থবছরেই ব্যয় হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ভাষণে যেসব প্রকল্প রূপায়ণের ঘোষণা দেওয়া

হয়েছিল সেসব প্রকল্পগুলি যাতে এই অর্থবছরের মধ্যেই রূপায়িত হয় সেজন্য সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়া বৈঠকে বিভিন্ন এ'টারনালি এইডেড প্রকল্পগুলি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। রাজ্যে যেসকল এ'টারনালি এইডেড প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি হলো প্রজেক্ট ফর সাস্টেনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা, ক্লাইমেট রিসাইলিয়েন্স অব ফরেস্ট ইকোসিস্টেমস, বায়োডায়ভার্সিটি অ্যাণ্ড অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটিস অব ফরেস্ট ডিপেনডেন্ট কমিউনিটিস ইন ত্রিপুরা, আগরতলা সিটি আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন আপগ্রেডেশন অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিলায়াবিলিটি ইমপ্রভমেন্ট প্রজেক্ট, আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাণ্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টস, আগরতলা মিউনিসিপল ইনফ্রাস্ট্রাকচার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বিদুতের সমস্যা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ নভেম্বর।। কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ এর সমস্যা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর অন্যতম কারণ ছিলো বর্তমান নিগম অফিস এর জরাজীর্ন দশা। সব যন্ত্রপাতিই পুরুনো হয়ে গিয়েছিলো। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নুতন একটি সাব স্টেশন তৈরীর। সেই অনুযায়ী নুতন ৩৩ কে ভির একটি সাব স্টেশন তৈরীর পরিকল্পনা ও গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী বুধবার কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সংলগ্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ নভেম্বর।। উনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লক এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চাল ডাল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গৌরনগর সফরিকান্দি ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার ১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর বিরুদ্ধে চাল ডাল চুরির অভিযোগ এনে গৌরনগর সিডিপিও অফিসের দ্বারস্থ হলেন এলাকাবাসী।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে ওই এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সাইদুন নেসা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ সাইদুন নেসা চার তারিখ সকাল বেলা সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে ২০ কেজি ৭০০ গ্রাম চাল চুরি করে আনেন। সেই চুরি করা চাল ওই এলাকার ওই একটি বাড়িতে রাখেন। এলাকাবাসীদের ঘটনাটি নজরে আসলে উনারা গিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। একপ্রকার হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী।

পরবর্তী সময় ইরানি থানার খবর পাঠালে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে তদন্ত শুরু করে।অন্যদিকে এলাকাবাসীদের অভিযোগ ,সেই চুরি কাণ্ডের পেছনে হাত রয়েছে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা এবং সহায়িকার ছেলের। তাই সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে আজ গৌরনগর সিডিপিও অফিসে একটি লিখিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ নভেম্বর।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের বিদ্যানগর এলাকায় মঙ্গলবার রাতে এক বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে কৈলাশহর বিদ্যানগর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি কান্ড সংগঠিত হওয়া নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৈলাশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ ,ওই এলাকার বাসিন্দা বিনা মালাকার(৫০), তিনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে আলোর উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। আলোর উৎসব দীপাবলি। একইসঙ্গে হবে কালী পূজা। একদিনে দুই অনুষ্ঠান ঘিরে রাজ্যজুড়ে চলছে জোর প্রস্তুতি। উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই উৎসবকে ঘিরে এখন সাজো সাজো রব। মূর্তি পাড়াতেও কালীর প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। শুধু তাই নয় দীপাবলি কে সামনে রেখে কুমোর পাড়ায় চলছে প্রদীপ তৈরীর আয়োজন। মোমবাতি শিল্পীর ও ব্যস্ত। বাড়িঘর সাজিয়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই ছোট ছোট লাইট লাগিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। হাতে মাত্র তিন দিন।

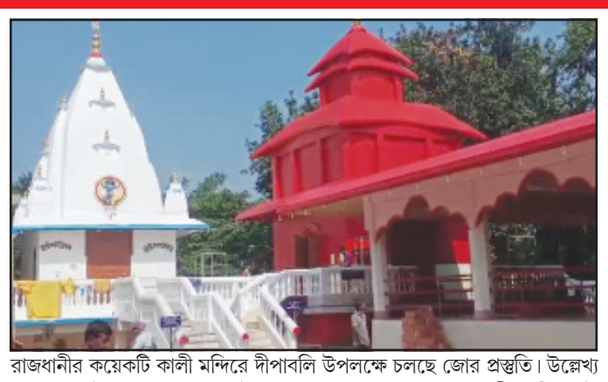

১২ ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দীপাবলি। রাজধানীর কয়েকটি কালী মন্দিরে দীপাবলি উপলক্ষে চলছে জোর প্রস্তুতি। উল্লেখ্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইন্দ্রনগর জয় মা সন্তান সংঘ কালী বাড়ি। এই কালীবাড়িকে ঘিরে শহর ছাড়াও দূর দূরান্তে দর্শনার্থী এই কালীবাড়িতে আসে না। তিন দিন ধরে এই কালীমন্দির কে ঘিরে মেলা বসে। এই উৎসব কে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। মন্দিরের চারদিক সাজানো হয়েছে রংও আলোর রোশনাই। এখন তারই প্রস্তুতি চলছে ইন্দ্রনগর জয় মা সন্তান সংঘ কালিবাড়ি প্রাঙ্গণ। উৎসবের জন্য যান চলাচলেও পরিবর্তন হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকে। কুমারী পূজার ও আয়োজন হয়। পুণ্যার্থীদের সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ নতুন মাত্রা লাভ করে। এছাড়া শহরের উমামহেশ্বরী মন্দির সেন্ট্রাল রোড শিববাড়ি বিভিন্ন কালীবাড়িতে দীপাবলি উপলক্ষে শ্যামা মায়ের আরাধনা করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩৪ ▫ ৯ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২২ কার্তিক ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা, থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদক গ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা , অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।

দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ,দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে।

রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়,৮ নভেম্বর।। সম্মতি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদশকের অন্তর্গত বাতাঢেপা উচ্চবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ড. মহানামব্রত ব্রাহ্মচারী বিদ্যালয় ঘোষণা করায় রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নিখিল ত্রিপুরা। মাহানাম সেবক সংঘ বিশালাড় শাখা। সংগঠনের তরফে এই মহতী উদ্যেকগর জন্য ধনবাদ জানানো হয়েছে রাজের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ড:) মনিক সাহা- মহোদয় সহ বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মদ্যোগী, তরুণ, বিধীয়ক সুশান্ত দেবকে। উল্লেখ্য, ১৯৩৩ সালে আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলন অংশগ্রহণকরী বিশ্ববরেনম দাশনিক ড. মহানামব্রত ব্রাহ্মচারীর মহারাজের প্রতি সম্মানার্থে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার তরফে গত ১৮ মার্চ ২০২৩ ইং প্রথম নব নির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত দেবের নিকট একটি সরকারী বিদ্যালয় ড. মহানামব্রত ব্রাহ্মচারীর নামাঙ্কিত করার আবেদন করা হয়। পরবতী সময়ে বিদ্যালয় পরিদশন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সহ শিক্ষা অধিকতার দারস হয় সংগঠন। অবশেষে বিশালগড়বাসীর স্বপ্ন পূরণ হল। গত ১ নভেম্বর ২০১৩, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা নৃপেন চন্দ্র শর্মা স্বাক্ষরিত আদেশ বাতাঢেপ উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ড. মহানামব্রত ব্রাহ্মচারী বিদ্যালয় করার আনুধানিক ঘোষণা হয়। গোটা বিষয় ঘিরে রাজ্যবাসকারী মহানাম সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্য খুশির জোয়ার বইছে।

'নিয়ত মোর চেতনা' পরে রাখো আলোয় ভরা উদার ত্রিভুবন.......

সুরেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নক্ষত্রের আঁচল বিছিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ক্লান্ত রাত্রি। পদ্মের ঝলসানো পাতার মতো বিষণ্ন চাঁদ উদাস চোখে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। জর্জরিত অন্ধকার। পৃথিবীর বুকে স্থান নিয়েছে। সীমিত আশা বুকে পথ হারিয়ে জোনাকিরা সব দিশেহারা। নিশাচরের নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ধরিত্রী মায়ের বুক। সন্ধে নেমেছে। শিহড় গ্রাম। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস। পাশেই কুমোরদের পাড়া। দক্ষিণে অনাবাদ ধূসর মাঠ। জলাভাবে চাষ হয়নি এবার। পুবে বাঁশ আর তালের সারি। উদাস বাতাসে মিহিশব্দ হয়। ঘুমন্ত অন্ধকার যেন কথা বলে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ধরিত্রীর বুকে দেখা দিয়েছে ফাটল। অশান্ত সপ্তর্ষি জিজ্ঞেস করছে কোন অজানা উত্তর। অলকানন্দার এক ফোঁটা জলের আশায় রৌদ্রক্লান্ত পৃথিবী। সন্ধ্যাপূজা শেষ করে দোয়ারের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। শাড়িটা আটপৌরে করে শরীরে জড়ানো। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। রুপোর মোড়কে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে মা জননীর প্রশান্ত দুটি চোখ। শারীরিক অবস্থা ভালো নেই শ্যামাসুন্দরীর। উদরাময় রোগে আক্রান্ত। তিনি। হঠাৎ কুমোরদের পাড়ার পোয়ানের দিক থেকে কীসের ঝনঝন শব্দ ভেসে আসে। কৌতূহলবশে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে অনতিদূরে বেলগাছের কাছে পৌঁছন তিনি। এমন সময় দিব্যদর্শন হল। সাদা জুঁই ফুলের মতো একটি বালিকা মেঘের বুকে দোল খেতে খেতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শ্যামাসুন্দরীর বুকে। বলে উঠল "আমি তোমার ঘরেই এলুম মা।" দিব্যদর্শনে পেলব কাণ্ডের মতো জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। যখন জ্ঞান হল তখন বিছানায় শুয়ে শ্যামাসুন্দরী দেবী। শিয়রে বসে সব আত্মীয় পরিজন। এদিকে কলকাতাতে অনুরূপ অনুভূতি হয়েছে স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের। তিনিও স্বপ্নের মধ্যে দেখছেন এক সোনার বরণ রাজকন্যা তাঁর গলা জড়িয়ে খিলখিলিয়ে হাসছে। রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন---'কে মা তুমি?' বালিকাটি মধুর কণ্ঠে বলে উঠল---'... এই তোমার কাছে এলুম।'

অনাড়ম্বর আলো দিকে দিকে পসরা সাজিয়ে দিল। সিগ্ন পারিজাত আবির্ভূত হল সঞ্চিত পবিত্রতা নিয়-'রথী হেথা স্বয়ং রথ, উদার শুকতারা/ মায়ের আঁচল, নীলিমা অচল কাজলিত ধরা।' আকাশতনুর বিভাবরী শৃঙ্খলিত নক্ষত্র ইঙ্গিত করছে কোন কল্যাণময়ী শক্তির আবির্ভাবের। ভারতবর্ষেণ আধ্যাত্মিক চেতনার গায়ে ছাপ পড়ল রাঙা পদ্মের। ১৮৫৩ সালের ২২ শে ডিসেম্বর। রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কোল আলো করে জগৎকল্যাণের জন্য আবির্ভূত হলেন মা সারদা। সংসার বৃক্ষের মুকুলিত শাখায় অঙ্কুরিত হল প্রকৃতির বীজ। বিন্দু থেকে মহীরূহের নিষ্কলঙ্কিত যাত্রাপথে সে মিলিত হবে পরমপুরুষের সঙ্গে। তখন সৃষ্টির স্নিগ্ধ ছায়া প্লাবিত করবে জগৎকে। গ্রহণের অলক্ষ্যে আলোর বিস্ফারিত আভা মুখ দেখাবে। আর দূর নয়...। সকাল যে হয়ে এল...। পাখির পেটের মতো নরম শৈশব বিকশিত হতে লাগল 'রাম -শ্যামে'র অপত্যস্নেহে।

শ্যামাসুন্দরীর আরাধনায় সিশু সারদা মন্ত্রপূত ফুলের মতো পরমেশ্বরের জ্ঞানস্পর্শ পেতে শুরু করল। অভাবের সংসারে দিন কাটে অপরের বাড়িতে ধান ভেঙে। সামনে কালীপুজো। মায়ের ভোগ দিতে হবে। ওপাড়ার নব মুখার্জির বাড়িতে বেশ ধুমধাম করে পুজো হয়। প্রতি বছর এই দিনের জন্য চাল সঞ্চয় করে রাখেন শ্যামসুন্দরী। এবারেও অতি কষ্টে সংগ্রহ করা ভোগের চাল নিয়ে গেছেন নব মুখার্জির বাড়ি। কিন্তু এবছর চাল গ্রহণ করল না নব মুখার্জির বাড়ির লোক। ভক্তির অশ্রুতে পবিত্র চাল নাকি অস্পৃশ্য। বলে উঠলেন---'মায়ের জন্য চাল এনেছি, এ চাল আমার খাবে কে?' মৃন্ময়ীর নীবর বদনের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে দেখা পেলেন চিন্ময়ীর। স্বপ্নে মুখ। মা বলছেন- তুমি কাদছ কেন ? কালার চাল আমি খাব।" সকালে তিনি মেয়ে সারদার কাছে জানতে চাইলেন হ্যাঁ রে সারু ! লালরঙ, পায়ের ওপরে পা, ও কি ঠাকুর জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রী মায়ের পূজা করব। মা সারদা পরে ভক্তদের সামনে বলছেন "জগদ্ধাত্রী পূজা করব, জগদ্ধাত্রী পূজা করব, মায়ের একটা বাই হয়ে গেল।"

এরপর পেরিয়ে গেছে অনেক পথ। আলো ঢেলে ক্লান্ত হয়েছে কত জোনাকির জীবন। পুবের দিগন্ত কতবার আবির ছড়িয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার জমা করেছে। বৃক্ষের শাখা ফুলের জন্ম দিতে দিতে কতবার তাকিয়ে দেখেছে তার অরুণরাগ। কত পল্লবিত জ্যোৎস্না তারা দেশে পথ হারিয়েছে। প্রতিমা নির্মাণ শেষ হল। প্রাণের প্রদীপ নিয়ে অনেক আগেই আবির্ভূত হয়েছেন অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। বাকি কেবল প্রতিষ্ঠা। গঙ্গার পারে জমা হয়েছে মুকুলিত জ্যোৎস্না। পঞ্চবটির গাছে গাছে নাম না জানা পাখির কুজন। ছোট একটা নৌকা এল তাঁরে। ঠাকুর বলে উঠলেন "ও হৃদু, বারবেলা নাই তো...? প্রথমবার আসছে...।" ১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। কালো রাত যেন অঞ্জন মেখে গোপন করছে কোন এক রহস্য। এক অনাস্বাদিত একটি অনুভূতির অপেক্ষায় স্তব্ধ আকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহান দিব্য দৃশ্যের অবতারণা হতে চলেছে। ভক্ত দিনু মহারাত্রির পূজার আয়োজনে গভীর মনোযোগী। ধরাধামের অশুভ ফলহারিণী মা সারদা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। মহাকাশে উচ্চারিত হচ্ছে সপ্তর্ষিদের স্বাগত মন্ত্র। যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হল হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর শরীর-মনকে পবিত্র করে এই শরীরে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর। পূজা গ্রহণ করলেন মা। এই নির্মাণ যজ্ঞের হোতা হলেন স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সবার অগোচরে আকাশ আর তারাদের সাক্ষী রেখে মাতৃপুজা সমাপন হল। সূর্যোদয়ের আগে ঊষাকালে সবাই দেখতে পেল... সকালের আবাহনী মন্ত্রের মতো এক জ্যোতির্ময়ী দেবী ভবিষ্যতের সকল অন্ধকারকে মুছে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন নববতের দিকে।

মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক। নিজেই বন্দি করছে নিজেকে। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস, অবমাননা একটি আধুনিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধন-ভজন এখন কেবল গোঁড়ামি। কিন্তু সংসার সমুদ্রের অথৈ জলে শেষে ঈশ্বরের ছায়ায় আশ্রয় নিতেই হয়। চুরাশি লক্ষ যোনির একমাত্র মানুষ জনে মই সাধনার সুধা পান করা যায়। তাই মা বলছেন "কত সৌভাগ্য, মা এই জন্ম খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও একটু সময় করে নিতে হয়...।" ঠাকুরও জানতেন মা কে। সংসারে জর্জরিত এক ভক্ত এসেছেন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের কাছে। সংসার মন্থনে কেবল গরল আস্বাদন করেছেন তিনি, এসেছেন সুধার আশায়। ঠাকুর রসিকতা করে হেসে নববতের দিকে ঈশারা করে করে বললেন- "ওইখানে যাও গো, ওখানে যাও। ওখানে যিনি আছেন তিনিই পারবেন তোমাদের অশান্তি দূর করতে। মন্ত্র বল, ঔষধ বল, সবই তাঁর ভালো রকম জানা

মায়ের মন পবিত্র গঙ্গার মতো। সহজেই অবগাহন করে বিমলানন্দ লাভ করা যায়। শত পাপ মোচনেও গঙ্গা কখনও অপবিত্র হয় না। গল্প করতে করতে মা বলছেন "চোখের জল ফেলে কোনও ভক্ত কাতর হয়ে মা ডাকলে, থাকতে পারি না। এমন সব লোক আসে, যারা না করেছে এমন কোনও কাজ নেই। আমাকে এসে মা বলে ডাকে.... আমি সব ভুলে যাই।" চন্দ্রের বিমল আভায় কে না শান্ত হতে চায়? রাত্রির নীরব মায়ায় কে না আবদ্ধ হতে চায়? শক্তির মাতৃরূপে কে না আশ্রয় পেতে চায় ?... 'ওগো বৃক্ষ কুসুম ভ্রমর, নিয়ে যাও মোর মধুযন্ত্রণা/মধুহীন রূপে বনফুল হয়ে সাধিব তব মন্ত্রণা। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সেদিন মা খুব অসুস্থ... সারদানন্দের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মায়ের অজানা ছিল না। প্রহরীর মতো মায়ের মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কলকাতায় ভক্তদের সকল যন্ত্রণা দূর করা যায়। "অরুণ যেথা দিকশূন্য, মধ্যাহ্ন হেথা ভর/ গোধুলি তার আবির নিয়ে মুছে আপন-পর/ তারার চাদর শীতের বাসর সবই সংলাপ/ চাঁদের আলো শুষিছে সবার গোপন সন্তাপ।"

সেবার কলকাতা থেকে ভক্তরা এসেছেন নহবতে। মায়ের থাকার ঘরটি দেখে কী আক্ষেপ! বলছেন- "আহা! কী ঘরেই আমাদের মা জননী থাকেন গো...।" আর তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। এই কুটীর থেকেই দেখা যায় ঠাকুরের পঞ্চবটি। এই কুটিরের দাওয়ায় বসেই আস্বাদন করেন ঠাকুর দর্শনের সুধা। তিনি বলছেন "ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্বতের ঝাপরির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম... হাত জড়ো করে পেন্নাম করতাম। কী আনন্দই ছিল।.... কখনও দু'এক মাসেও হয়তো ঠাকুরের দেখা পেতুম না।... মনকে বোঝাতাম।

> মা বললেন, বাবা এমন ভালো জিনিস ফেলো না। পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে ডেকে তিনি সেটি দিয়ে দিলেন। বললনে-'দেখ বাবা, যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই, যা গরুতে খায় তা কুকুরকে দিতে নেই, গরু ওকুকুরে না খেলে পুকুরে দিতে হয়, তবু নষ্ট করতে নেই।' মা আছেন জয়রামবাটিতে। দিকে দিকে শরতের মেলা। কেনাকাটা করছে আলোড়িত বাতাস, ক্রেতা যেন মুখরিত কাশফুল।

আছেন অনেকদিন। মন খারাপ। ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে মা বলছেন 'জয়রামবাটি চলো, জয়রামবাটির বড়পুকুরের জল আর তুলসী কি তোমার মনে লাগে না?' জয়রামবাটি আর কামারপুকুরের সেই পবিত্র কুঁড়েঘর যেন মহামিলনের পুণ্যস্থান। এই জয়রামবাটি থেকেই তো মায়ের লীলাকুসুম সহস্রদল পদ্মের মতো বিকশিত হয়েছিল। ভাসা ভাসা জলহীন সাদা মেঘ জয়রামবাটির পুরনো কথাচিত্রের মতো এঁকে যায়। ঘরে প্রদীপের নিভু নিভু আলো। দেখা যাচ্ছে মা আমার বাড়ির সব কাজ গুছিয়ে ছোটো চৌকির ওপরে পা মিলে বসে আছেন। সামনে গ্রামের অনেকে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। নানা ধরনের মানুষ এসেছেন। মা সারদা বলছেন---'ভগবান যখন আসেন তখন, শিশু আর গরিবের ভেতর দিয়েই আসেন..।' এক ভক্ত জানতে চাইলেন, 'ঠাকুর পুর্ণব্রহ্ম কিনা?' মা উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। স্বামী ভাবেও, এমনি ভাবেও।' আবার প্রশ্ন, 'তবে যে তোমাকে দেখছি রুটি বেলছ, এসব কী? মায়া? না কি?' মা বলছেন—'মায়া বৈ কি। মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে বসে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।' অন্য এক ভক্ত জানতে চাইলেন—'মা জ্ঞান হলে কী হয়? মা বলছেন—'জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর ঘরটি আত সংকাশ। সাবনার জন্য বেশি জায়গা লাগে না। জায়গা চাই হৃদয়ের মধ্যে। উদার আকাশের মতো উন্মুক্ত হতে হয় মায়ের হৃদয়। তবেই সকল প্রাণীর ছাতা হয়ে কখনো অরুণের আলো, কখনো মধ্যাহ্নের রোদ, কখনো গোধূলির আবির, কখনো নক্ষত্রের চাদর, কখনোবা চাঁদের অনুরাগে মন... এমন কী ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি...! স্বামীদেবতার কাছ থেকেও তাঁকে মাঝে মাঝে দূরে থাকতে হয়েছে। এই স্বার্থত্যাগের ক্ষেত্রেও মায়ের কোনও দুঃখ নেই। নিজের জীবনের প্রিয়তম পরম শান্তিকেও তিনি জগৎসংসারে বিলিয়ে দিয়েছেন হাসি মুখে। জগতের ইতিহাসে মানবীরূপী দেবী মাতৃভাবের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছেন। একদিন মা তাঁর সেবককে বলছেন দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি, তুই তো মা নস..। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকেই মা আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের বলতেন "কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বোসো।... আমরা তো ওই জন্যই এসেছি, আমরা যদি পাপ-তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, মায়ের শক্তি প্রকাশ পাবে লোকজননীরূপে। দক্ষিণেশ্বরে থাকা অবস্থায় একদিন ঠাকুর মাকে বললেন "তোমার ভাবনা কি? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব... মাথা কুঁড়ে তপিস্যি করেও মানুষ পায় না। পরে দেখবে, এতো ছেলে তোমায় 'মা" ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে...।" যেমন মায়ের সন্ন্যাসী ভক্তসন্তান ছিল, তেমনি সংসারী সন্তানেরও অভাব ছিল না। তাদের খাওয়া শেষ হলে এঁটো খাবার নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন তিনি। অনেকে বলত, "তুমি বামুনের মেয়ে, আবার শুরু, এরা তোমার শিষ্য। তুমি এদের এঁটো নাও কেন?" মা বলে উঠলেন "আমি যে মা গো, মা ছেলের করবে না তো করবে কে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ভক্তের কোনও জাত নেই। সবাই এক। তারা ভক্ত হোক বা না হোক। তিনি ছিলেন- সত্যিকারের মা, সত্য জননী।" মা আছেন বোসপাড়া লেনে। চুরির অপরাধে একজনকে স্বামীজি মঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। খুব গরিব সে, তারই সামান্য আয়ে সংসার চলত। মায়ের কাছে এসে খুব কান্নাকাটি। মা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। সেদিন বিকালেই এসেছেন স্বামী প্রেমানন্দজি। মা বলছেন "দেখ বাবুরাম, এই লোকটি বড় গরিব। অভাবের তাড়নায় ওইরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা তো সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ...।"

মা ছিলেন উদার বায়ুর মতো, সর্বত্র তাঁকে অনুভব করা যায়। নিজের কষ্ট হলেও তিনি ভক্তদের কখনো দর্শন না দিয়ে, তাদের শান্ত না করে স্থির হতেন না। মায়ের মন তো, সন্তানকে ভালো না রাখতে পারলে তিনি নিজে ছটফট করেন। সেবার ঘাটাল থেকে একদল লোক পায়ে হেঁটে এসেছেন উদ্বোধন। অনেকে আশা নিয়ে এসেছেন মায়ের দর্শনে নিজেদের স্নিগ্ধ করবে বলে। কিন্তু তাঁরা এসে দেখলেন দরজা বন্ধ। ঠিক তখনই কী একটা কাজে মা এসে দাঁড়ালেন দোতলার বারান্দায়। দেখলেন, খোলামাঠে একদল লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে আচে। মাকে দেখেই তাঁরা বলে উঠলেন— 'অনেক দূর থেকে এসেছি মা, জগৎজননীর দর্শন কি হবে না মা? ' মা সঙ্গে সঙ্গে সেবককে বললে, 'ওদের নিয়ে এসো'। সেবক সংকুচিত মনে বলল---'ওরা যে পঙ্গপাল, খুব নোংরা।' ব্যথিত হলেন মা। বললেন—'পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি, আর কত কষ্ট করে ওরা এসেছে ওদের দেখা কী হলে কা হবে বাবা, ওদের। ভতরতা পারস্কার। এক সন্ধ্যায় মা বসে আছেন। মন অপেক্ষা করছে কোনও অনাগত অতিথির। প্রাণের ভেতরে কেমন একটা চঞ্চলভাব। কিছুর একটা সদ্য প্রাপ্তির অস্থিরতা সারা দেহে- মনে। অস্থিরভাবটা বুঝেও বুঝতে পারছেন না তিনি। এমন সময় বিদেশ থেকে মাতৃবন্দনায় উপস্থিত হলেন মি. হ্যালক এবং মিস গ্রে। মায়ের চরণ স্পর্শ করে চোখের জলে চরণ ধুইয়ে দিলেন মিস গ্রে। অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন মা আমি আপনার মেয়ে, রোজ প্রার্থনার সময় তুমি মেরীর জায়গায় আবির্ভূত হও। মিস গ্রে-র কণ্ঠ ভক্তির আতিশয্যে কেঁপে উঠল। মা সস্নেহে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন- "এখানে যখন এসেছ, তখন বুঝতে পারবে।" ভক্ত- ভগবানের সম্পর্ক তো নিবিড়, কোনও মতেই তাকে রোধ করা যায় না...।

মায়ের শুভ আবির্ভাবতিথি। প্রতি বছরের মতো এটিও একটি পবিত্র দিন। কুসুমের পাপড়ির প্রান্তভাগে জমা শিশিরের মতো পবিত্র দৃষ্টিতে মা অপেক্ষা করছেন তাঁর প্রিয় সন্তানের। প্রিয় সন্তান এল জয়রামবাটি। বাতাসে আজ খুশির আমোদ। মা সাজবেন আজ হাজার জ্যোৎস্নার আলোয়। মা স্নান সেরে ছেলের দেওয়া নতুন কাপড়টি পরলেন। জননীর সিঁথিতে পরালেন সিঁদুর, কপালে এঁকে দিলেন কুমকুম চন্দনের টিপ। গলায় সুন্দর মালা পরিয়ে অপরূপ সাজে সাজিয়ে তুললেন তিনি। মায়ের সেই দিব্যদর্শন মনে হল যেন হাজার চাঁদের পুলকিত জ্যোৎস্না ! বদনগঞ্জের রামময়, মায়ের পরম সন্তান। মাতৃস্নেহের আলিঙ্গন ছাড়া তিনি নিজেকে অসহায় মনে করেন। প্রতি শনিবার তিনি জয়রামবাটি যান। সন্তান বাৎসল্যে মা তাঁকে খিচুড়ি প্রসাদ দিলেন। তিনি পরিমাণমতো খেয়ে বাকিটা ফেলতে গেলেন। মা বললেন, বাবা এমন ভালো জিনিস ফেলো না। পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে ডেকে তিনি সেটি দিয়ে দিলেন। বললেন- "দেখ বাবা, যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই, যা গরুতে খায় তা কুকুরকে দিতে নেই, গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে দিতে হয়, তবু নষ্ট করতে নেই।" মা আছেন জয়রামবাটিতে। দিকে দিকে শরতের মেলা। কেনাকাটা করছে আলোড়িত বাতাস, ক্রেতা যেন মুখরিত কাশফুল। বারে বারে মাথা নেড়ে প্রকৃতির অমূল্য দান বিলিয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। একটি ভক্ত এসেছেন, মা সাদরে ডেকে নিলেন- "মা এসেছো, বসো মা বসো।" রমণী প্রণাম করে স্তুতি করছেন "জগদম্বা" বলে। মায়ের তীব্র আপত্তি। অনেক পরে ওই নামেই মায়ের পবিত্র লীলাভূমি কোয়ালপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "জগদম্বা আশ্রম"। সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছি। সঙ্গে ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির দু'জন ব্রহ্মবাদিনী সন্ন্যাসিনী তেজোময়ী মাতাজি এবং বেদপ্রাণা মাতাজি। লোহার লাল সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সামনেই আশ্রমটি। চারিদিকে সবুজ বনানী। চারিদিকে এক আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ। শান্ত পরিবেশে পাখির কুজন বড় মায়াবী। মন্দিরের মধ্যে মা সারদার একটি জীবন্ত মূর্তি। মায়ের মূর্তির প্রশান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে মমতাঘন আবেগে হৃদয় আলোড়িত হয়ে যায়। যেন আঁচল বিছায়ে অপেক্ষা করছে সন্তানের আগমনের। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনের শীতল স্পর্শ শরীরে শিহরণ খেলে যায়। মায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করে হৃদয়ভার থেকে মুক্ত হলাম। ঠাকুর বলেছিলেন, "যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবে। ভক্তির পথে একটি মুক্তি হলাম।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপ ধরেও যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবে। ভক্তির পথে একটি সাকর ইষ্ট বিগ্রহ প্রয়োজন। সাধনা করলে তিনি দর্শন দেন। নির্বিকল্প সমাধিও হতে পারে। জীবজৎতকে ঈশ্বরের লীলাবিলাস মনে হয়। মা সারদা বলেছিলেন---'শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে একাকার হয়ে আছে, এই তো সোজা কথাটি।' নিজের মুখে খুব সুন্দর অনুভূতির কথা বলেছেন তিনি 'একদিন দেখি একটি পিঁপড়ে যাচ্ছে। রাধি তাকে মারবে। কী দেখলুম জানো? দেখি সে পিঁপড়ে নয়, ঠাকুর। ঠাকুরের সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর, ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম তাঁরই সৃষ্টি। তিনি সব হয়ে রয়েছেন জীব কোন ও কষ্ট পাচ্ছে না তিনিই পাচেছেন। তাইতো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিস তাঁকে ধরি। শ্রীমা বলছেন "নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইয়াছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব ব্যস্ত হইলেন। একজন ভাবস্থ ভক্তের উপরে ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। কোনও হুঁশ নাই। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসানো হল। ঠাকুর বলছেন—'এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। বর্তমান যুগে সহনশীলতা নেই। নেই পরকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। পৃথিবী আজ ভীষণ কঠিন পথে চলছে। শুধু অশান্তি আর অশান্তি। বৈকুণ্ঠের পারিজাত গাছের তলায় নীরব আজ বেদমন্ত্রের ধ্বনি। কুণ্ডলিত শ্বাসরোধ করেছে দেবালয়ের। শূন্য দেবমন্দির কেবল কুটিল ঈর্ষার পূর্ণঘট। নেই সেথায় আম্রপল্লবের কোমলতা, নেই অন্তর্জলীয় সুধা, নেই জীবনন্ত কল্লোল। নীরব প্রস্তরমূর্তি শুধুই একটি পণ্য। লাভ ক্ষতির হিসেবনিকেশ জিতে যায় অহঙ্কারের কলম।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের আইটেক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে: প্রণয় ভার্মা

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ০৮।। ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন আইটেক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএএবি) সঙ্গে মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন (আইটেক) দিবস উদযাপনের জন্য একটি সংবর্ধনা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড় মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার ভার্মা উল্লেখ করেন, ভারতের ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগীসমূহের একটি হিসেবে আইটেক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সুবর্ণ জয়ন্তী স্কলারশিপের অধীনে প্রতি বছর আইটেকে বাংলাদেশের জন্য নিবেদিত ৫০০টি স্লট রয়েছে এবং সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি এন্টারপ্রাইজসমূহের জন্য বেশ কিছু চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচি আছে যা বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো হয়ে থাকে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের আইটেক অ্যালামনাইগণ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনকে প্রদর্শন করে।

ভারত সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম আইটেক ভারতের উন্নয়ন সহায়ক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুবিধা প্রদান করছে। প্রতি বছর, কৃষি, হিসাব, নিরীক্ষা, সুশাসন অনুশীলন, ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, সংসদীয় বিষয়, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, আইটি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, রিমোট সেন্সিং, নবায়নযোগ্য শক্তি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম সারির ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য আইটেক অংশীদার দেশসমূহকে ১০ হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণ স্লট দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত, ৫ হাজারেরও বেশি তরুণ বাংলাদেশি প্রফেশনাল আইটেক কর্মসূচিসমূহের অধীনে ভারতে এই ধরনের কোর্স করেছেন।

আইটেক সহযোগিতার অধীনে বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম মূল্যবান অংশীদার। ২০২০-২১ সালে কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময়ে, বিশেষ ই-আইটেকের অধীনে ভার্চুয়ালি বেশ কিছু কোর্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আইটেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জন্য সেরা ভারতীয় অনুশীলনসমূহ তুলে ধরে সুযোগ প্রদান করে। ফলস্বরূপ, বিশেষত কৃষি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন খাতে অসাধারণ অগ্রগতি সাধনকারী বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত সমানভাবে লাভবান হয়েছে।

বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ছাড়াও সর্বস্তরের প্রায় ১৮০ জন আইটেক অ্যালামনাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট আইটেক অ্যালামনাই তাদের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীদের সামনে তুলে ধরেন। একটি ছোট সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

হরিদ্বারে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ গ্রেফতার পাচারকারী

হরিদ্বার, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : মাদক বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে রানীপুর কোতয়ালী থানা পুলিশ। বিপুল পরিমাণ মাদকসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

মাদক ব্যবসা করে ধর্মনগরীর পরিবেশ নষ্টকারী মাদক চোরাকারবারীদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দেবভূমিকে মাদকমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এসএসপি। বুধবার এসএসপি প্রমেন্দ্র ডোবাল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ রোহ নদীর ব্রিজের কাছে মাদকসহ এক পাচারকারীকে আটক করে। অভিযুক্তকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৯৭০ গ্রাম চরস উদ্ধার করেছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানিয়েছে, তার নাম সোনু। সে বাখরপুর থানার লাকসার হরিদ্বার গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়েছে।

হেরোইন উদ্ধার মামলায় তিন রাজ্যের আটটি স্থানে তল্লাশি অভিযান এনআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : হেরোইন উদ্ধার মামলায় এনআইএ তিনটি রাজ্যের আটটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। মঙ্গলবার শুরু হওয়া এই অভিযান বুধবারও জারি রয়েছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আটটি জায়গায় হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এই ঘটনায় জড়িতদের বাসস্থান ও অফিসেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এনআইএ জানিয়েছে, অভিযান চালিয়ে তাঁরা প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ, আপত্তিকর নথি এবং কিছু ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করেছে। বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য বিশেষ করে হেরোইন বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত মামলায় এই তদন্ত চলছে। গত বছরের এপ্রিলে অমৃতসরের আট্টারির চেকপোস্টে এই মাদকদ্রব্য ধরা পড়ে। প্রাথমিক তদন্তের পরে এনআইএ গত বছরের ডিসেম্বরে চার সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জারি করেছিল। এখনও পর্যন্ত তল্লাশি চলছে।

বীরভূমে বিবাদে পদ্মের দুই গোষ্ঠী, তুমুল মারামারি

বীরভূম, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপির সম্পাদক অনুপম হাজরার একের পর এক মন্তব্যে ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব অনুপমের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বিজেপির কাছে নালিশ জানাচ্ছেন বলেও খবর। অন্যদিকে, অনুপমও রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন। এই নিয়ে বুধবার ফেসবুক লাইভ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে ঠিক ছিল বিজয়া সম্মিলনী করবেন অনুপম। সেই সঙ্গে একটি সভা করবেন। কিন্তু তিনি সেই সভাস্থলে পৌঁছনোর আগেই ভাঙচুর করা হল অস্থায়ী মঞ্চ। হল চেয়ার ছোড়াছুড়ি। বীরভূমের খয়রাশোলে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। যদিও অনুপম জানিয়েছেন, যা-ই হোক, তিনি ওই সভাস্থলে যাবেনই। ঘটনায় তিনি বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার দিকে আঙুল তুলেছেন।

বিজেপি সূত্রের খবর, বার বার দলের রাজ্য নেতৃত্বের সমালোচনা করে আখেরে বিরোধীদের 'সুবিধা' করে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিজেপির সম্পাদক অনুপম হাজরা।

অনুপম যে ভাবে রাজ্যের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন, তাতে সার্বিক ভাবে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। তাই অবিলম্বে এ নিয়ে দিল্লিতে দরবার করতে চাইছে রাজ্য বিজেপি।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্য বিজেপির একাংশ। তার পরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা চিঠি পাঠিয়েছিলেন দিলীপকে। গেরুয়া শিবিরের একটি অংশ জানাচ্ছে, অনুপমের ক্ষেত্রেও তেমন কোনও পদক্ষেপ চাইছেন তাঁরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চান না কেউ। কারণ, দলের বাইরে কেন্দ্রীয় নেতার সমালোচনা করা সমীচীন নয়। তা দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী বলে জানাচ্ছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

নামছে পারদ, রাজ্যের ১০-এর বেশি জেলায় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রির নিচে

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে নামছে পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও, রাজ্যের অন্তত ১০ জেলা শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে ১৮ ডিগ্রি কিংবা তারও নিচে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যের দুই বঙ্গেই বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। এদিকে, আগামী দিন দুয়েকে হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা হ্রাস পেতে পারে।

বুধবার সকালে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ সাধারণভাবে পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০ ও ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। মঙ্গলবারেও এই একই তাপমাত্রা ছিল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৪৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি।

এদিন সকালে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহারে ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দার্জিলিং-এ ৯.৮, জলপাইগুড়িতে ১৬.৫, কালিম্পং-এ ১৩.৮, মুর্শিদাবাদে ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পুরুলিয়ায় ১৬.১ ডিগ্রি, রতুয়ায় ১৬.৭, শিলিগুড়ি ও শ্রীনিকেতনে যথাক্রমে ১৭ ও ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ভূমিকম্পে কাঁপল আলিপুরদুয়ার, কম্পনের মাত্রা ৩.৬

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে ভারতের একাধিক জায়গা। এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আলিপুরদুয়ার। কেঁপে উঠেছে অসমও। বুধবার ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল ১০টা ৫১ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে আলিপুরদুয়ার। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৬। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৪ কিলোমিটার গভীরে। কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, এদিন কেঁপে উঠেছে অসমের হাইলাকান্দি এলাকাও। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, এদিন সকাল ১০টা ৫৯ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.১। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৮ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে, মঙ্গলবার রাত ১টা ১৩ মিনিট নাগাদ পঞ্জাবের রূপনগর এলাকায় এই কম্পন হয়। এই কম্পনের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পে হতাহতের খবর নেই, মেলেনি ক্ষয়ক্ষতির খবরও। তবে কম্পনের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ প্রবল কম্পন অনুভূত হয় নেপালে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। সরকারি মতে, এখনও পর্যন্ত এই ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ১৫৭। আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ। ভূমিকম্পের জেরে প্রচুর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে।

পিজি-প্রেসিডেন্সিকে "সেফ হোম" বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রেসিডেন্সি জেল এবং পিজি হাসপাতালে রাজ্যের শাসক দলের ধৃত নেতা-মন্ত্রীরা জামাই আদর পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন, "কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? আমাদের নেতা?" আর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এই মন্তব্যের পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ট্রেনিং দিয়েছে, (বালুকে) বাড়ির খাবার দিতে আসে তো, সেই সময় কানে কানে বলে গিয়েছে। বাড়ি থেকে খাবারে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খাবার দিতে আসার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার ভাইপোর বার্তা হয়তো কানে কানে বলে গিয়েছে। চিনি না বলবি, জানি না বলবি। মরে গেলেও নাম বলবি না, ক'টা দিন রিমান্ডে কাটিয়ে নে, তারপর তোর জন্য পিজি আছে।"

এরপরেই সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রশ্ন করা হয় পিজি হাসপাতাল কি সেফ হোম? উত্তরে শুভেন্দু বলেন, "পিজি সেফ হোম, প্রেসিডেন্সিও সেফ হোম। প্রেসিডেন্সিতে অষ্টমীর দিন লুচি ছোলার ডাল পেয়ে যাবেন, দশমীর দিন কচি পাঁঠার ঝোল, সেগুলো সব পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কেষ্ট মণ্ডল যখন আসানসোলে থাকতেন, বেলের মোরব্বা, বেলের রস, কোষ্ঠকাঠিন্য আছে বলে সকালবেলা সেগুলো সব পেয়ে যেতেন।"

সিবিআই-এর যুগ্ম পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন ভি চন্দ্রশেখর

নভেম্বর, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকার ২০০০ ব্যাচের গুজরাট-ক্যাডার ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) অফিসার ভি চন্দ্রশেখরকে পাঁচ বছরের জন্য সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এর যুগ্ম পরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছে।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার এই সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে। পার্সোনেল মন্ত্রক এক আদেশ জারি করে এ তথ্য জানিয়েছে। চন্দ্রশেখর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থায় পুলিশ সুপার এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবেও কাজ করেছেন।

শিশির অধিকারীর 'সম্পত্তিবৃদ্ধি' নিয়ে মোদী-শাহকে চিঠি কুণালেব

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর 'সম্পত্তিবৃদ্ধি' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। ওই চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন ইডি এবং সিবিআইকেও।

খাতায়-কলমে শিশিরবাবু এখনও তৃণমূলের সাংসদ। পাশাপাশি, তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা। সমাজমাধ্যমে কুণাল জানান, ২০০৯ সালে সাংসদ হিসাবে শিশির অধিকারীর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টাকা। ২০১১ সালে সেই সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে হয় ১৬ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালে তিনি যখন মন্ত্রী হচ্ছেন তখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে দেওয়া তাঁর আর্থিক সম্পত্তির পরিমাণ দেখানো হয় ১০ কোটি টাকা।

এক বছরের মধ্যে সাংসদের সম্পত্তির পরিমাণ ১৬ লক্ষ থেকে বেড়ে কী ভাবে ১০ কোটি টাকা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল। যদিও এ নিয়ে শিশিরবাবুর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্টুডিওয় আচমকা অসুস্থ জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ, ভরতি গুয়াহাটির হাসপাতালে

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : স্টুডিওয় গান রেকর্ডিংে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আচমকা অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি গুয়াহাটির বেসরকারি নেমকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয় জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী, অসমের তরুণ প্রজন্মের হার্টথ্রব জুবিন গার্গকে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভরতি করে চিকিৎসা করছেন কয়েকজন ডাক্তার।

এ খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। জুবিনের চিকিৎসক দলের প্রধান ডা. হিতেশ বরুয়া জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে তাঁর ইসিজি, সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই করা হয়েছে। চার সদস্যের চিকিৎসকের এক দল তাঁর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি নিউরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। ডা. হিতেশ বরুয়া জানান, এমআরআইতে কোনও ইন্টারনাল আঘাত নেই। তাই চিন্তার কোনও অবকাশ নেই। আসলে অবিরাম কাজ করার ফলে অসুস্থ হয়েছেন তিনি। তিনি জানান, চিকিৎসা সম্পর্কিত সব পরীক্ষা শেষে আগামীকাল তাঁকে ক্যাবিনে স্থানান্তর করা হবে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, তা-হলে দু-একদিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে, জানান ডা. বরুয়া এক জিজ্ঞাসার জবাবে ডা. হিতেশ বরুয়া বলেন, তিন এখন স্বাচ্ছ্যে কথা বলছেন, খাওয়া-দাওয়াও করছেন। শুটিঙের জন্য তিনি লন্ডনে যাবেন, বলেছেন জুবিন। লন্ডনে যেতে কোনও অসুবিধা নেই। তবে তাঁর কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন, বলেন, ডা. বরুয়া।

প্রসঙ্গত, জুবিন গার্গ অসমের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক আইকনদের একজন। অসমিয়া যুবপ্রজন্মের হার্টথ্রব, বিশিষ্ট সংগীত-তারকা, গীতিকার, সুরকার, চিত্র-পরিচালক, প্রযোজক ৫০ বছর বয়সি জুবিন গার্গ একজন সফল অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাও। মিশন চিন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো হিট অসমিয়া সিনেমা তৈরি করেছেন জুবিন।

উল্লেখ্য, এর আগেও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার জন্য হার্টথ্রব জুবিন গার্গ আয়ুরসুন্দ্রা, হেল সিটী, নেমকেয়ার হাস্পতালে চিকিৎসাধীন হয়েছিল। ২০২২ সালে ডিব্রুগড়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়েছিল। ২০২১ সালের অক্টোবরে উচ্চরক্তচাপের জন্য জুবিনকে আয়ুরসুন্দ্রায় ভরিতি করা হয়েছিল। মুম্বাইয়েও কয়কমাস চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ছিলেন জুবিন গার্গ।

জুবিন গার্গ অসুস্থ হওয়ার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে নেমকেয়ার হাসপাতাল ঢল নেমেছে তাঁর অনুরাগীদের।

বীরভূমে বিবাদে পদ্মের দুই গোষ্ঠী, তুমুল মারামারি

বীরভূম, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপির সম্পাদক অনুপম হাজরার একের পর এক মন্তব্যে ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব অনুপমের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বিজেপির কাছে নালিশ জানাচ্ছেন বলেও খবর। অন্যদিকে, অনুপমও রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন। এই নিয়ে বুধবার ফেসবুক লাইভ করেন তিনি।

এই পরিস্থিতিতে ঠিক ছিল বিজয়া সম্মিলনী করবেন অনুপম। সেই সঙ্গে একটি সভা করবেন। কিন্তু তিনি সেই সভাস্থলে পৌঁছনোর আগেই ভাঙচুর করা হল অস্থায়ী মঞ্চ। হল চেয়ার ছোড়াছুড়ি। বীরভূমের খয়রাশোলে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল। যদিও অনুপম জানিয়েছেন, যা-ই হোক, তিনি ওই সভাস্থলে যাবেনই। ঘটনায় তিনি বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার দিকে আঙুল তুলেছেন।

বিজেপি সূত্রের খবর, বার বার দলের রাজ্য নেতৃত্বের সমালোচনা করে আখেরে বিরোধীদের 'সুবিধা' করে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিজেপির সম্পাদক অনুপম হাজরা।

অনুপম যে ভাবে রাজ্যের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিচ্ছেন, তাতে সার্বিক ভাবে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। তাই অবিলম্বে এ নিয়ে দিল্লিতে দরবার করতে চাইছে রাজ্য বিজেপি।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্য বিজেপির একাংশ। ত র পরে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা চিঠি পাঠিয়েছিলেন দিলীপকে। গেরুয়া শিবিরের একটি অংশ জানাচ্ছে, অনুপমের ক্ষেত্রেও তেমন কোনও পদক্ষেপ চাইছেন তাঁরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চান না কেউ। কারণ, দলের বাইরে কেন্দ্রীয় নেতার সমালোচনা করা সমীচীন নয়। তা দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী বলে জানাচ্ছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

গাজার কেন্দ্রস্থল দখলের দাবি ইজরায়েলের, নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি হেজবোল্লাকেও

তেল আভিভ, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : গাজা শহরের কেন্দ্রস্থল দখলের দাবি করল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার এই দাবি করে ইজরায়েল বাহিনীর তরফে জানান হয়েছে, হামাস এবার দক্ষিণ গাজার দিকে পালাতে শুরু করেছে। হামাসের পাশাপাশি ইরান সমর্থিত হেজবোল্লাকেও শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের একমাস পার।

এনিয়ে মঙ্গলবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। ওই ভাষণেই হেজবোল্লাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতানিয়াহু জানান, হেজবোল্লা এই সংঘর্ষে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে বড় ভুল করবে।

অন্যদিকে, ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওভ গ্যালান্ট মন্তব্য করেন, হামাসকে চিরতরে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ইজরায়েল। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, তাঁদের সেনা এখন গাজার কেন্দ্রস্থলে।

এদিকে এখনই যে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটবে না ইজরায়েল তা আগেই জানিয়েছিলেন নেতানিয়াহু। তাঁর সাফ কথা, যতদিন না প্যালিস্তিনীয় জঙ্গিদের হাতে আটক ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, যুদ্ধবিরতি হবে না।

বদ্রীনাথ দর্শন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

গোপেশ্বর, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথধাম দর্শন করেন। প্রায় ২৫ মিনিট ধরে মন্দিরে পুজার্চনা করেন রাষ্ট্রপতি। পুজার্চনা করে তিনি দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। বদ্রীনাথ ধামে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে বুধবার সকাল ১০টা ২০ নাগাদ ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে বদ্রীনাথ আর্মি হেলিপ্যাডে পৌঁছন। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) গুরমিত সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, বিকেটিসি চেয়ারম্যান অজেন্দ্র অজয় এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিমাংশু খুরানা, পুলিশ সুপার রেখা যাদব।

রাষ্ট্রপতি বদ্রীনাথের মন্দিরে বেদ পাঠ করেন এবং মন্দিরে বদ্রী বিশালের বিশেষ পূজার্চনা করেন। বদ্রীনাথ ধামের প্রধান পুরোহিত রাওয়াল ঈশ্বর প্রসাদ নাম্বুদিরি এবং তীর্থক্ষেত্রের পুরোহিতরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা পরিচালনা করেন। মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান অজেন্দ্র অজয়, ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর পানওয়ার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা রাষ্ট্রপতিকে প্রসাদ এবং ভগবান বদ্রীনাথের পোশাক উপহার দেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, রাষ্ট্রপতিকে ভোজপত্র, আরতি এবং ঝুড়িতে তৈরি বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রতিরূপ উপহার দেন। রাষ্ট্রপতি বদ্রীনাথধামের সৌন্দর্যে অভিভূত হন। মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় তিনি হাত নেড়ে বদ্রীনাথ ধামে আসা ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান। মন্দিরে প্রার্থনার পর রাষ্ট্রপতি বদ্রীনাথ থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

রাষ্ট্রপতির সফরকে কেন্দ্র করে বদ্রিনাথ ধামে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল প্রশাসন। এছাড়াও, কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের আওতায় গাউচরে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির বদ্রীনাথ সফরের সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিমাংশু খুরানা, পুলিশ সুপার রেখা যাদব, সিডিও এলএন মিশ্র, এডিএম ডক্টর অভিষেক ত্রিপাঠী, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডক্টর দীপক সাইনি, এসডিএম কুমকুম জোশী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা যোগেন্দ্র সিং, ধর্ম অধিকারী রাধাকৃষ্ণ, মিডিয়া ইনচার্জ ডাঃ হরিশ গৌর প্রমুখ।

কাবুলে বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ৭ জন, আহত আরও ২০ জন

কোন্ডাগাঁও, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : কাবুলের একটি বাসে ঘটা ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন শিয়া সম্প্রদায়ের ৭ জন। এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কাবুলের দাস্ত-ই-বারছি এলাকায়। সেখানেই একটি বাসে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন আর ২০ জন।

এই ঘটনার বিষয়ে কাবুল পুলিশের মুখোপাত্র খালিদ জাদরান জানিয়েছেন, "কাবুলের দাস্ত-ই-বারছি অঞ্চলের একটি যাত্রীবাহী বাসে বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭জন। আহত হয়েছেন ২০ জন।" জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পরই নিরাপত্তা কর্মীরা ওই এলাকায় পৌঁছন। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। নিহতরা সকলেই সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ের। আফগানিস্তানে বরাবরই শিয়া-হাজারা মুসলিমদের নিশানা করে এসেছে তালিবান, আল কায়দা ও ইসলামিক স্টেটের মতো সুন্নি জঙ্গি সংগঠনগুলো।

উল্লেখ্য, গত মাসেই জুম্মার নমাজ চলাকালীন ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের একটি মসজিদ। ঘটনার সময় সেখানে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। এর আগেও গত বছর কাবুলের একটি মসজিদের পাশাপাশি মাজার-ই-শরিফের তিনটি বাসে বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসবাদীরা। সবমিলিয়ে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। মৃত ও আহতরা প্রায় সকলেই আফগানিস্তানে সংখ্যালঘু মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এবং শিয়াদেরই নিশানা করেছিল জঙ্গিরা। এবার মঙ্গলবারের ঘটনাতেও জেহাহিদের নিশানায় শিয়ারাই।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৩) ওয়াটার রিটেনশন অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয় অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাৎ ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে। ৫) অস্টিয়োপোরোসিস অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

ডায়েট করেও ওজন কিছুতেই কমছে না?

পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড় জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ।

তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না। চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

চুলের তেল, প্যাক, সিরাম, তৈরি করা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:

পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:

বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:

নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

দুধ, ছানা না খেলেও সময়ে সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

২) হাড় মজবুত করে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। ৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায় বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিৎসকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে।

৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

পুজোর আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

রোজ সকালে একবাটি ছোলা খেলেই সুগার, কোলেস্টেরল থাকবে নিয়ন্ত্রণে

হালে প্রোটিন পাউডার যুক্ত হয়েছে ফিটনেস ফ্রিক্দের ডায়েটে। এর আগে ব্যায়ামবীররা মুগুর ভাঁজার পর ছোলাই খেতেন। যাঁরা রোজ নিয়ম করে মাঠে ছুটতে যেতেন তাঁরাও প্রথমে সেই গুড় আর ছোলাই খেতেন। একমুঠো ভেজানো ছোলা দিয়ে হত দিনের শুরু , বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে একরকম জোর করেই ভেজানো ছোলা-বাদাম-মুগ খেতে দোওয়া হত। ছোলার একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে যা আমাদের পেশী গঠনে সাহায্য করে। ছোলা ফাইবারের খুব ভাল উৎস ফলে হজমে কোনও রকম সমস্যা হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড়, দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে।ছোলার ডালে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি এবং ফোলেটের মতো বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে যা শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এছাড়াও ছোলার মধ্যে থাকে ফোলিক অ্যাসিড-যা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়ামও থাকে, যা একটি শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অঙ্কুরিত ছোলা খেতে পারলে তার তো উপকারিতা অনেক- শরীরকে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে তা শরীরকে শক্তি দেয় আর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে প্রোটিনের ভাগ অনেক বেশি থাকে। যা পেশীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের প্রতিদিন একমুঠো করে ছোলা খাওয়া দরকার। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে যা আমাদের হজম করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর করে। তাই পেটের সমস্যা হলে রোজ নিয়ম করে ছোলা খেতে হবে।অঙ্কুরিত ছোলায় রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এর পাশাপাশি বি কমপ্লেক্স, যা আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড় ও হার্টের জন্য প্রয়োজনীয়

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের জন্যেও খুব উপকারী হল ছোলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোলা খেলে সারাদিন সুগার বশে থাকে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। আর ছোলাতে আয়রনের ভাগ অনেক বেশি। থাকে ক্যালশিয়ামও। ফলে হাড়ের জোর বাড়াতে, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, জটিল হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে অঙ্কুরিত ছোলা খান।

রাতে জাগারে অভ্যাস অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধছে ডায়াবেটিস

ব্যস্ত জীবনযাপন এবং কাজের কারণে বেশিরভাগ মানুষই আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে পারেন না। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরে স্বাস্থ্যের উপর। আজকাল আধুনিক জীবনধারার কারণে মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। আর এটি তাঁদের কাছে ভীষণ সাধারণ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ অভ্যাস যে তাঁদের জীবনে কতটা ক্ষতি করছে, তা টেরই পাচ্ছেন না অনেকে।সম্প্রতি, একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে ,যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। গবেষকদের মতে, যারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।হার্ভার্ড মেডিসিন স্কুলের গবেষকরা ৬০ হাজার নার্সের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে রাতে কাজ করা নার্সরা কাজেক কারণে রাতে ঘুমোননা। এবং শুধু তাই-ই নয়, অস্বাস্থ্যকর খাবার খান।আর যার প্রভাব পড়ছে তাঁদের শরীরের উপর। গবেষকরা বলছেন, গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা রাতে জেগে কাজ করেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি দিনের বেলা কাজ করা মানুষের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।গবেষণায় বলা হয়েছে, যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন এবং দিনে ঘুমান, তাঁদের ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটে। এর ফলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগ হয়। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা অনেক রাত জাগেন, প্রায় ভোরের দিকে ঘুমোন, তাঁদের ফ্যাট মেটাবলিজমের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। দুই ধরনের ডায়াবেটিস আছে — টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস। টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ লোকের জিনগত কারণে ঘটে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কারণে ঘটে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয় প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম হয় না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সমস্যায় ভুগছেন?

খাবার খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার মতো শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে? এগুলো গ্যাস-অম্বলের লক্ষণ। অনেকেই বাড়ির খাবার খেয়েও বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। তাছাড়া বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়মিত খেলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হতেই থাকে। কিন্তু গ্যাস-অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া, মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন, লাইফস্টাইলে বদল এনে বদহজমের সমস্যাকে দূর করতে। তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, হলুদ খেলে আপনার বদহজমের সমস্যা দূর হতে পারে।পেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে হলে, সেটা মোটেই ভাল নয়। বাজারে গ্যাস-অম্বল নিরাময়ের ওষুধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবসময় অ্যান্টাসিডের উপর ভরসা করে থাকাও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যে কারণে বদহজম থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের সন্ধানে থাকেন। সেখানে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, হলুদ বদহজম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি ২০৬ জন রোগীর মধ্যে এই গবেষণা করা রয়েছে। ২০৬ জনের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে পেট খারাপে ভুগছিলেন। একে ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া বলা হয়। এই রোগীদের থাইল্যান্ডের হাসপাতাল থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এই ২০৬ জন রোগীর প্রত্যেককেই ২৮ দিনের ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, পেটের রোগ কমাতে হলুদ দারুণ কার্যকর।

ওষুধের তুলনায় হলুদ কতটা বেশি কার্যকর, সেটা যাচাই করার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের ৬৯ জনকে ছোট ড্যামি ক্যাপসুল সহ দিনে চারবার ২৫০ গ্রাম কারকিউমিন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের ৬৮ রোগীকে প্রতিদিন ওমেপ্রাজল অর্থাৎ একটি ছোট ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল এবং দিনে চারবার দুটি বড় ডামি ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দলের ৬৯ রোগীকে হলুদ এবং ওমিপ্রাজলের সংমিশ্রণ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২৮ দিনের মাথায় রোগীদের মধ্যে লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশেষ করে ব্যথা ও শারীরিক অস্বস্তি। যাঁরা ওমিপ্রাজলের সঙ্গে হলুদ গ্রহণ করেছিলেন, ৫৬তম দিনে তাঁদের মধ্যে লক্ষণগুলো জোরাল হয়েছে। আবার অনেক সময় হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে হলুদ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তাই হলুদ কার্যকর হলেও কতটা উপকারী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন রয়েছে।

গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধিতে দুর্গাপুর এনআইটি ও কল্যানীতে আইআইআইটিতে তৈরী হবে ৫জি ল্যাব

দুর্গাপুর, ৮ নভেম্বর (হি. স.) স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকে দেশে ৫ জি লঞ্চ নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার দেশের সব গ্রামে ইন্টারনেট অগ্রগতি ও প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নতির জন্য ৫জি ল্যাব তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রক। সারা দেশের বিভিন্ন কারিগরি প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০ টি ৫ জি ল্যাব তৈরী করবে কেন্দ্র সরকার। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর এনআইটি ও কল্যানীতে আইআইআইটিতে তৈরী হবে ৫জি ল্যাব। গত অক্টোবর মাসে মোবাইল কংগ্রেস থেকে এমনটাই ঘোষণা করেছেন প্রধান্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাতেই খুশীর হাওয়া রাজ্যে প্রযুক্তি পড়ুয়াদের।

প্রসঙ্গত, আপাতত বড় শহরগুলিতে ৫ জি পরিষেবা শুরুর পরিকাঠামো তৈরি হলেও দেশের গ্রামাঞ্চলে এই নেটওয়ার্ক পৌঁছতে এখনও কয়েক বছর সময় লেগে যাবে।

গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে ৫ জি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "নতুন নেটওয়ার্ক ১০ গুণ দ্রুত গতি ইন্টারনেট এবং ল্যাগ-মুক্ত সংযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।" তিনি আরও জানিয়েছেন, 'অপটিকাল ফাইবার কেবেলের মাধ্যমে দেশের গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে কেন্দ্র। যা গ্রামাঞ্চলে "ডিজিটাল উদ্যোক্তা"-দের সাহায্য করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রাম থেকেই ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন সফল হবে।"

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে ৫ জি প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করতে '১০০ টি ৫ জি ল্যাব উদ্যোগ' নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এই উদ্যোগের লক্ষ্য দেশের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং স্টার্টআপগুলিকে তাদের ৫ জি-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবা তৈরির প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান করা। তাতে যেমন প্রযুক্তি শিক্ষায় উৎসাহ বাড়বে। তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর এনআইটি ও কল্যানী আইআইআইটিতে ওই ল্যাব তৈরী হবে।

৫ জিতে কি কি উন্নতি হতে পারে?

উদ্যোগটি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, উৎপাদন এবং কৃষির মতো সেক্টরগুলিতে ৫ জি অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবা তৈরি করতে উৎসাহিত করবে। প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে শিল্পে যুগান্তকারী ৫ জি পণ্য এবং পরিষেবাগুলির বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা করবে। কেন্দ্র সরকারের লক্ষ্য হল ভারতকে ৫ জি উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ৫ জি প্রযুক্তির ব্যবহার রোগীর পর্যবেক্ষণ এবং টেলিমেডিসিন সমাধানগুলির বিকাশকে সক্ষম করবে।

শিক্ষা ৫ জি-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা দূরবর্তী শিক্ষায় নিযুক্ত মানসম্পন্ন বিষয়বস্তুতে অ্যাক্সেস পেতে পারে এবং ইন্টারেক্টিভ শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। কৃষিতে ৫ জি প্রযুক্তির একীকরণের ফলে ফসলের ফলন বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। যা পশুসম্পদ পর্যবেক্ষণ এবং কৃষিতে স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থাকে সক্ষম করে।

এই অগ্রগতিতে অর্থনীতি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশ্ন দুর্গাপুর এনআইটিকে কেন নির্বাচিত করা হল? জানা গেছে, দুর্গাপুর এনআইটিতে ইলেক্ট্রনিক্স সুবিধা ও পঠনপাঠনের পরিকাঠামো রয়েছে। আধুনিকমানের যন্ত্রপাতি সিস্টেম, এন্টিনা, সার্ভার নতুন করে বসানো হবে। দুর্গাপুর এনআইটিতে বর্তমানে ১৪ টি বিভাগে প্রায় ৫ হাজার কারিগরি প্রযুক্তি পড়ুয়া রয়েছে। যদিও অতীতে এখানে ভিএসএসআই চিপ তৈরী করে নজির গড়েছে। এনআইটির ডিরেক্টর অরবিন্দ চৌবে বলেন,' প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল প্রচার ও প্রসার গ্রামে ইন্টারনেট পৌঁছানোর জন্য এটা একটি উদ্যোগ। দুর্গাপুর এনআইটিতে ৫ জি ল্যাব করা হবে, এটা গর্বের বিষয়। তাতে এখান থেকে ছাত্রছাত্রীদের ৫ জি গবেষণার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।' কেন্দ্র সরকারের এই উদ্যোগে খুশী রাজ্যের কারিগরি ও প্রযুক্তি পড়ুয়ারা।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে এক তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হল শিলিগুড়িতে। এই প্রথম শহরে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি আক্রান্তের মৃত্যু।

সূত্রের খবর, মৃতের নাম বাপ্পা রায়। মুদি দোকান ব্যবসায়ীর পাশাপাশি তিনি ক্রিকেটও খেলতেন। ঝংকার মোড়ের কাছে তাঁর একটি দোকান রয়েছে। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। গত সোমবার খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। মঙ্গলবার সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। এদিন ভোরে সেখানে মৃত্যু হয় বাপ্পার।

পুরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের এই বাসিন্দা প্রাক্তন ক্রিকেটার ছিলেন। সিএবি পরিচালিত বেশ কিছু ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশও নিয়েছিলেন। কলকাতার বেশ কিছু ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন। বাপ্পার মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবার সহ শহরের ক্রিকেট মহলে। স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষী পাল-সহ কিছু পুর প্রতিনিধি যান তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

মুম্বইয়ে মালগাড়ির উপর সেতু থেকে ছিটকে পড়ল গাড়ি, মৃত ৩

মুম্বই, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : মুম্বইয়ের কিনাভালির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে ছিটকে ছুটন্ত মালগাড়ির উপরে পড়ল গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে, মালগাড়ির কয়েকটি বগিও লাইচ্যুত হয়েছে বলেও খবর। মৃতরা হলেন ধর্মানন্দ গাইকড় (৪১), তাঁর দুই তুতো ভাই মঙ্গেশ যাদব (৪৬) এবং নীতিন যাদব (৪৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে মুম্বই-পনভেল রোড ধরে নেরালের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। অন্যদিকে মালগাড়িটি পনভেলের দিক থেকে রায়গড় জেলার কারজাতের দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সেতুর উপর থেকে আছড়ে পড়ে চলন্ত মালগাড়ির উপরে। এতে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। এদিন ঘটনার জেরে সকাল ৭টা ৩২মিনিট পর্যন্ত রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ওই লাইন দিয়ে যাওয়ার কথা ১৭৩১৭ হুব্বল্লি-দাদার এক্সপ্রেস ট্রেনটির রুট বদলানো হয়। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আমার কথায় বোনেরা আঘাত পেলে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি : মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার

পাটনা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : আমার কথায় বোনেরা আঘাত পেলে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বলে মন্তব্য করেন নীতিশ কুমার। তাঁকে বুধবার বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় ঢুকতে বাঁধা দিলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্ষমা চান। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মেয়েদের শিক্ষিত করাকে কেন্দ্র করে মন্তব্যের জন্য বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ক্ষমা চেয়েছেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিরোধীরা নীতিশের মন্তব্যকে আশালীন ও অপমানজনক বলে আখ্যা দেয়। এরপর বুধবার নীতিশ কুমার গতকাল বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। তিনি বলেন, "আমি আমার বলা কথা ফেরত নিয়ে নিচ্ছি, আমি এমনি কথাটা বলে ফেলেছিলাম, আমার কথার ভুল মানে বের করা হচ্ছে, আমি তো মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে কথা বলেছিলাম, যদি আমার কথায় বোনেরা আঘাত পান তাহলে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিহারের জন্মহার কীভাবে ৪.২ থেকে ২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে সেসম্পর্কে বলতে গিয়ে মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্ষমা চান।

ছত্তিশগড়ে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু হল ভোট কর্মী ৩ শিক্ষকের

কোন্ডাগাঁও, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার ভোররাতে ছত্তিশগড়ের কোন্ডাগাঁও জেলায় নির্বাচনী কাজ থেকে ফিরে আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কেশকলের বাহিগাঁওয়ের কাছে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কে। বলা হচ্ছে, একটি ট্রাক ও একটি গাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে তিন শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কোন্ডাগাঁও থেকে নির্বাচনী কাজ শেষ করে বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বাহিগাঁও-এর কাছে ৩০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তিন শিক্ষককে নিয়ে কেশকলের দিকে ফিরতে থাকা বোলেরো গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জানা গেছে, সংঘর্ষটি এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে বোলেরোটি দুমড়েমুচড়ে যায়, এতে দুই শিক্ষক, বেদমা গ্রামের বাসিন্দা শিবকুমার নেতাম এবং ধনোরা আঁচলপাড়ার বাসিন্দা শ্রাবণ নেতাম ঘটনাস্থলেই মারা যান, এবং গুরুতর আহত শিক্ষক হরেন্দ্র উইকে চিকিৎসার পর মারা যান কেশকাল হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে কেশকল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কেশকল মর্গে পাঠায়। ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পলাতক ট্রাক চালক। যার বিরুদ্ধে কেশকল পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পুলিশ।

গড়ফায় একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার প্রবীণ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : গড়ফায় একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল প্রবীণ দম্পতির ঝুলন্ত দেহ। আত্মহত্যা বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। বুধবারই সকালে জোড়া দেহ উদ্ধার হয়।

দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি 'সুইসাইড নোট'। পুলিশ সূত্রে খবর, তাতে লেখা রয়েছে, দম্পতির মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন। পাশাপাশি, বয়স্ক দম্পতি জানিয়ে গিয়েছেন, নাতির প্রসাদের জন্যেই তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার গড়ফার পূর্বাচল রোড এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতির সঙ্গে থাকতেন ৬৫ বছরের সুধন্য প্রামাণিক এবং তাঁর স্ত্রী সবিতা। বুধবার সকালে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, সুধন্যের ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতি সম্প্রতি পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। বুধবার সকালে তাঁরা ফেরেন। আর ফিরেই দেখেন এই দৃশ্য। প্রবীণ দম্পতির দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। পুলিশ সূত্রে খবর, তাতে লেখা রয়েছে, বাড়ির সব চাবি কোথায় আছে তার হদিস। নাতিকে ভাল করে মানুষ করার পরামর্শের পাশাপাশি, সেখানে লেখা রয়েছে, তাঁরা নাতির প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নাতির প্রসাদ পেয়েছেন। তাই এ বার চলে যেতে পারেন।

এটিএম লুটের চেষ্টা, কাউন্টার ও এলাকা পরিদর্শনে ডিডি-র এসিপি

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর (হি.স.): শিলিগুড়িতে ভয়াবহ কাণ্ড। সোমবার গভীর রাতে এটিএম লুটের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। বুধবার শিবমন্দিরে ওই এটিএম কাউন্টার ও এলাকা পরিদর্শনে যান ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের এসিপি রাজেন ছেত্রী সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, বুধবার এটিএমের ভল্ট থেকে কিছু পোড়া টাকা উদ্ধার হয়েছে। পোড়া টাকার মূল্য প্রায় ৪ লাখ বলে জানা গিয়েছে। মূল ঘটনার সময় পুলিশের নজরে আসলেও পুলিশের উপর পালটা হামলা করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীদের দল। এদিকে এটিএম কাউন্টারের দুষ্কৃতীদের আনা গ্যাস কাটার থেকে আগুন লেগে পুড়ে গেল প্রচুর টাকা।

সোমবার রাতে শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরের পাওয়ার হাউস এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সেখানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এটিএম কাউন্টারে ঢুকেছিল ৮ জনের একটি দুষ্কৃতীদের দল। ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, একটি সাদা রঙের গাড়িতে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। এটিএম কাউন্টারে ঢোকার পর শাটার নামিয়ে ভেতরে গ্যাস কাটার দিয়ে ভল্ট কাটা শুরু করে। সেসময় মাটিগাড়া থানার একটি টহলদারি ভ্যান সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। এটিএম কাউন্টারের শাটার নামানো দেখে সন্দেহ হয় পুলিশ কর্মীদের।

গাড়ি থামিয়ে পুলিশ কাউন্টারের কাছে যেতেই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে লোহার রড দিয়ে তাঁদের উপর হামলা করতে যায়। আঘাত করতে গিয়ে দুই পুলিশ কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে তারা মাটিতে ফেলে দেয়। অতর্কিত আঘাত সামলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীদের দলটি।

এদিকে তাড়াহুড়োয় গ্যাস কাটারটি

তামিলনাড়ু থেকে দুই বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার এনআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাটুর কাছে তল্লাশির সময় দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দুজন ধৃতের মধ্যে একজনের নাম-পরিচয় জানা গিয়েছে। একজন হল শহীদ হোসেন।

এনআইএ-র অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল শহীদ হোসেন। বুধবার এনআইএ-এর দল এই অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জাল আধার কার্ডও উদ্ধার করেছে। এখনও পর্যন্ত এনআইএ-এর তল্লাশি অভিযান চলছে।

নীতিশের নারীবিরোধী বক্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের মহিলাদের নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য বুধবার ক্ষোভ উগড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মধ্যপ্রদেশের গুনায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। বিহার বিধানসভায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়ে আইএনডিআই জোটের নীরবতা নিয়েও মোদী এদিন প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, মহিলাদের নিয়ে যারা এমন চিন্তা করেন, তারা কি আপনাদের জন্য কখনও ভালো কিছু করতে পারেন?

বুধবার মধ্যপ্রদেশের গুনায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গতকাল আপনারা সংবাদপত্র ও টিভিতে একটি ঘটনা দেখেছেন। অহংকারী জোটের একজন(আইএনডিআই জোট) অনেক বড় নেতা যিনি দেশের বর্তমান সরকারকে উৎখাতের জন্য সব ধরনের খেলা খেলছে। এই নেতা তাদের পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিধানসভার ভেতরে মা-বোনেদের উপস্থিতিতে এমন অশ্লীল ভাষায় কথা বললেন, যা কল্পনাও করা যায় না। তিনি লজ্জাও পেলেন না। শুধু তাই নয়, ভারত জোটের একজন নেতাও মা-বোনেদের সম্পর্কে এইরকম ভয়ানক অপমান নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।"

মোদী এদিন সভায় উপস্থিত জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা-বোনেদের প্রতি যাদের এমন মনোভাব রয়েছে, তারা কি কখনও আপনার কোনও উপকার করতে পারে? এটাকে দেশের দুর্ভাগ্য আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি কতটা নিচে নামবেন? বিশ্বের মধ্যে দেশকে অপমান করছেন।

উল্লেখ্য, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার মঙ্গলবার বিধানসভায় বলেছিলেন, মহিলাদের শিক্ষিত হওয়া উচিত, কারণ শিক্ষিত হলে মহিলাদের গর্ভধারণ এড়াতে সহায়তা করবে।

দ্রুত নিয়োগের দাবি, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান ২০২২-এর টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে চাকরি প্রার্থীদের থালা বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখেছে সারা বাংলা। তাঁর অফিসের সামনে না হলেও, ফের সেই অভিষেক গড়েই চলল টেট উত্তীর্ণদের অভিযান। যদিও এবার প্রেক্ষাপট আলাদা।

মূলত এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দ্রুত নিয়োগের দাবিতে ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণদের প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান। ডি লেড ঐক্যমঞ্চের ব্যানারে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল মোড় থেকে মিছিল করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে আসেন চাকরিপ্রার্থীরা। পরে চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দেন ২০২২-এর প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা।

সাধু-নামঘরিয়া (বৈষ্ণব মহন্ত)-দের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে গ্রেফতার বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : সাধু ও নামঘরিয়া (বৈষ্ণব মহন্ত)-দের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত জলেশ্বরের বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে। গুয়াহাটির পূর্ব পুলিশ জেলার ডিসিপির নেতৃত্বে পুলিশের দল দিশপুরে বিধায়ক আবাসনের এফ ব্লকে অবস্থিত দক্ষিণ শালমারার কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর আবাস থেকে বুধবার রাত প্রায় ৯.৫৫ মিনিটে গ্রেফতার করেছে। রাতে তাঁকে রাখা হয়েছিল কাহিলিপাড়ায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেফাজতে।

উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর গোয়ালপাড়ায় এক প্রকাশ্য জনসভায় হিন্দুধর্ম তথা সাধু ও নামঘরিয়া (বৈষ্ণব মহন্ত)-দের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুরা ব্যভিচারী। সাধু ও নামঘরিয়ারা ধর্ষক। কোথাও কোনও মহিলা ধর্ষিতা হলে ধরে নিতে হবে তাঁকে (মহিলা) কোনও সাধু বা নামঘরিয়া ধর্ষণ করেছেন...।' এই মন্তব্যের পর সমগ্র রাজ্যজুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন দল ও সংগঠন এবং ব্যক্তিবিশেষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের তাঁকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিধায়ক মোল্লার বিরুদ্ধে এ ধরনের এফআইআর দিশপুর থানায় দাখিল করেছিলেন ভেটাপাড়ার জনৈক দীপক কুমার দাস। ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৫ (এ), ১৫৩ (১)(বি), ৫০৫ (২) ধারায় দিশপুর থানায় মামলা রুজু করে রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির অনুমোদন চেয়ে আবেদন জানায় পুলিশ। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি অনুমতিপত্রে অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ শালমারার কংগ্রেস বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর আবাস থেকে রাত প্রায় ৯.৫৫ মিনিটে পুলিশ আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় নিজের দল কংগ্রেসেরও রোষে পড়েছেন জলেশ্বরের বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা। গতকালই তাঁর এই মন্তব্যের সাফাই চেয়ে শো-কজ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

ফের পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ বীরভূমে

বীরভূম, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : দুসপ্তাহের মধ্যে একই কায়দায় পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ উঠল বীরভূমের মহম্মদবাজার এলাকায়। বুধবার সকালে একটি দিঘির পাড় থেকে মাথা, মুখ থেঁতলানো দেহটি উদ্ধার হয়। ফলে ফের একবার স্টোনম্যানের আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। বুধবার সকালে মুরগাবনি এলাকায় যুবকের ওই বীভৎস মৃতদেহ দেখে কানাঘুষো শুরু হয়ে যায়। কারণ মৃতদেহটি যেখান থেকে উদ্ধার হয়, তার কিছুটা দূরেই টোলট্যাক্স আদায়ের জায়গা। তার পরেই যে নতুন দিঘি খনন করা হয়েছে তার পাড়েই পরেছিল দেহটি। পরনে নীল গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট। পুলিশ জানিয়েছে, বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহের মাথার কাছে ভারী তিনটি পাথর ছিল। মহম্মদবাজার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ট্রাকের খালাসিকে কোথাও খুন করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছে। যাতে তাঁকে চিনতে না পারা যায় সেজন্য ভারী পাথর দিয়ে মুখ, মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর সিউড়িতে গভীর রাতে একইভাবে এক যুবকের মাথা থেঁতলানো দেহ উদ্ধার হয়। শহরের মাঝে ঘটনাটি ঘটায় সিসি টিভি দেখে পুলিশ জানতে পারে এক যুবক রাস্তার পাশে পরে থাকা ভারী পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করেছে। সেই ঘটনায় সিউড়ির বাসিন্দা মোবারক শাহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া বিধায়কের বাড়ি, অফিসে আয়কর হানা

বাঁকুড়া, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিজেপি থেকে তৃণমূলে যাওয়া বিধায়ক তন্ময় ঘোষের বাড়ি এবং চালকলে হানা দিল আয়কর দফতর। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে তন্ময় বিজেপির প্রতীকে ভোটে জিতেছিলেন।

পেশায় ব্যবসায়ী তন্ময় ২০১৫ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি বিষ্ণুপুর পুরসভার কাউন্সিলর হয়েছিলেন। ২০২০ সালের মে মাসে বিষ্ণুপুর পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হলে তাঁকে প্রশাসকমণ্ডলীতে আনা হয়। পাশাপাশি, ওই বছরই তন্ময়কে বিষ্ণুপুর শহরের যুব তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্বও দেয় দল। ভোটের পর গত আগস্টে তিনি তৃণমূলে ফেরত আসেন। ওই বিধায়কের বাড়িতে বুধবার সাতসকালে হানা দিল আয়কর দফতর। শুধু বাড়িতে নয়, তন্ময়ের চালকলেও অভিযান চলছে। এ ছাড়া বিধায়কের কার্যালয়েও তল্লাশি চালান আয়কর কর্তারা।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির প্রতীকে বিষ্ণুপুর থেকে জয়লাভ করেছিলেন তন্ময়। গত ৩০ আগস্ট তিনি বিজেপি-তে ফিরে যান। সেই তন্ময়ের বিষ্ণুপুরের বাড়ি, অফিস এবং রাইস মিলে চলে আয়কর হানা।

সূত্রের খবর, একই সঙ্গে বিধায়কের দফতর লাগোয়া অতিথিশালা এবং মদের দোকানেও হানা দেন আয়কর কর্তারা। আয়কর দফতরের অন্য একটি দল যায় তন্ময়ের রাইস মিলে। সেখানেও চলে তল্লাশি অভিযান। দু'ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলে তল্লাশির কাজ করে আয়কর দফতর।

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর বিধানসভায় তিনি তৃণমূলের টিকিটের অন্যতম দাবিদার ছিলেন।

কিন্তু দল তাঁকে টিকিট না দিয়ে বিষ্ণুপুর বিধানসভায় প্রার্থী করে অর্চিতা বিদকে। এর পরই বিজেপিতে যোগ দেন তন্ময়। তিনি বিজেপির টিকিটে ওই কেন্দ্র থেকেই জয় পান। কিন্তু এ বছরের আগস্টে তিনি আবার তৃণমূলে ফেরেন।

পরিত্যক্ত খাদান থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

আসানসোল, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : পরিত্যক্ত খাদান থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলে। বেশ কয়েক দিন ধরে শহরেরই এক যুবক নিখোঁজ ছিলেন। থানায় নিখোঁজের অভিযোগও করেছিলেন বাড়ির লোক। জানা গিয়েছে, সেই যুবকেরই পচাগলা দেহ পড়েছিল কাশিডাঙা খাদানে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয় আদিবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

কাশিডাঙারই বাসিন্দা ২৪ বছরের সুবেশ কিস্কু। গত রবিবার থেকে ওই আদিবাসী যুবকের খোঁজ নেই। চারপাশে খোঁজখবর করেও যখন সন্ধান মেলেনি, তখন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। বুধবার সকাল থেকে আসানসোলের বারাবনি থানা এলাকার গৌরাণ্ডী কাশিডাঙা এলাকারই একটি পরিত্যক্ত খাদান থেকে পচা গন্ধ বেরোতে শুরু করে। পুলিশ পৌঁছে খাদানের ভিতরে ঢোকে। দেখে, পড়ে রয়েছে একটি পচাগলা দেহ। সেখান থেকেই পচা গন্ধ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

এদিকে আদিবাসী যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ ওই এলাকার আদিবাসী সমাজ। তাঁরা পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এর জেরে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বারে বারে আদিবাসী নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে। সেই দল এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নীতিশ কুমারের বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মেয়েদের শিক্ষিত করার ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বক্তব্যকে ঘিরে মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়েছে। বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশন, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের নিন্দা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্যের জন্য দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ারও দাবি জানিয়েছে কমিশন।

বুধবার জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানিয়েছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর গতকালের বক্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অপমানজনক। উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, তিনি যেভাবে বিধানসভায় মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলেছেন তা সি গ্রেড ফিল্মের সংলাপের মতো। কমিশন আরও জানিয়েছে, মহিলাদের কাছে সবচেয়ে খারাপ লাগার বিষয় ছিল যখন মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বিধানসভায় বলেন, তখন মহিলাদের পিছনে বসে থাকা পুরুষরা এই কথা শুনে হাসছিল। মুখ্যমন্ত্রীর অভিব্যক্তি একটি অশোধিত রসিকতার মত ছিল। সবচেয়ে খারাপ দিক হল, অধ্যক্ষ তাঁকে এখনও অপসারণ করেননি। বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষের উচিত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

এল কে আডবাণীর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৮ নভেম্বর, (হি.স.): লালকৃষ্ণ আডবাণীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "শ্রী এল কে আডবাণী জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি সততা এবং উৎসর্গের আলোকবর্তিকা যিনি আমাদের জাতিকে শক্তিশালী কার মত অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব জাতীয় অগ্রগতি ও ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। জাতি গঠনের প্রতি তাঁর প্রচেষ্টা ১৪০ কোটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।"

আমবাসা অন্তর্যামী আশ্রমে হরিনাম কীর্তন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। আজ থেকে শুরু হল আমবাসার জহরনগর স্থিত অন্তর্যামী সেবাশ্রমে ৭ দিনের হরিনাম মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। ১৪ ই নভেম্বর মহা প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। প্রতিবছরের মতো এবারও আমবাসার জহরনগর সাধুটিলা এলাকায় অবস্থিত অন্তর্যামী আশ্রমে নাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত প্রাণ মানুষ এই উৎসবে শামিল হন।

অবিলম্বে ইজরায়েলের ‘গণহত্যা’ বন্ধ করার দাবি বামপন্থী ১০ দলের

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লক্ষ্যে বুধবার বেলা দেড়টায় মহাজাতি সদন থেকে রামলীলা পার্ক পর্যন্ত যুদ্ধ বিরোধী মিছিল সংগঠিত হয়।মিছিল থেকে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের এই গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়। দাবি ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে হবে।সিপিআই(এম), সিপিআই, এআইএফবি, আরএসপি, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, আরসিপিআই, এমএফবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বলশেভিক পার্টি এই ১০ দলের তরফে লিখিতভাবে জানানো হয়, “প্যালেস্তাইনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইজরায়েলের সেনারা। তাদের গণহত্যা চালানোয় অর্থ-সহ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মদত দিয়ে চলেছে আমেরিকা। এই অবস্থায় ঘাতক ইজরায়েলকে সমস্ত সহায়তা-সমর্থন বন্ধ করতে হবে। প্যালেস্তাইনে দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনার বিষয়টি আমেরিকাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে, ৯-১০ নভেম্বর ভারত সফরে আসছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করবেন। ব্লিঙ্কেন এবং অস্টিন দু’জনেই গাজায় ইজরায়েলি গণহত্যার পক্ষে লাগাতার সওয়াল করে চলেছেন। যুদ্ধবিরতির দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি, ইজরায়েলি আগ্রাসনে মদত জোগাতে অস্ত্র ও নৌবহর পাঠিয়েছে আমেরিকা।প্যালেস্তাইনে মার্কিন-ইজরায়েল গণহত্যা চালাতে মোদী সরকার কার্যত যে অনুমোদন দিয়ে চলেছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। প্যালেস্তাইনে অবিলম্বে সংঘর্ষ বিরতির দাবিতে সোচ্চার হওয়া গোটা বিশ্বের পাশে দাঁড়াতে হবে।এই কর্মসূচীকে সামনে রেখে বামপন্থী দলগুলি আগামী ১০ নভেম্বর, শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত জেলা সদরে দুপুর ২টা থেকে অন্তত: ২ঘণ্টা-ব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভ সংগঠিত করে সভা ও স্লোগানে-স্লোগানে মুখরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।”

বাইক

● প্রথম পাতার পর

সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার করা বাইকটির নম্বর টিআরটি ০৩এল ৮৮৮৫। পুলিশ সেই সূত্র ধরে অভিযুক্তকে আটক করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে। এদিকে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত মা ও মেয়েকে ডম্বরয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নৌকার প্রয়োজন হয়েছে। কোন নৌকা করে তাদেরকে ডুম্বুর জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা খুজে বের করা খুবই জরুরী। এই তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক কে জালে তোলা সম্ভব হবে। এদিকে পুলিশের তদন্তকার্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পুলিশ নড়েচড়ে বসলে এবং সঠিক তদন্ত করলে এই হত্যা মামলার আসল রহস্য উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের জালে তোলা সম্ভব হবে বলেও বিভিন্ন মহল মনে করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অর্থমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভিং কোয়ালিটি অব লাইফ অব ট্রাইবাল কমিউনিটিস অব ত্রিপুরা থো সাস্টেনেবেল লাইভলিহুডস অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, এনহান্সিং ল্যাণ্ডস্ক্যাপ অ্যাণ্ড ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বৈঠকে রাজ্যিক প্রকল্পগুলির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নামে ঘোষণাক’ত ১৩টি প্রকল্প রূপায়ণ নিয়েও পর্যালোচনা করেন এবং এই প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে রূপায়ণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব জানান, বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা নামে যে স্বাস্থ্য বীমা যোজনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা অতিসত্বর বাস্তবায়িত করা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল, মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাগণ। সভার শেষে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় তাঁর অফিসকক্ষে পর্যালোচনা সভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের জানান, বিভিন্ন দপ্তর বাজেটের সংস্থান অনুযায়ী যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে তা সঠিকভাবে রূপায়ণ হচ্ছে কিনা বা প্রকল্পের অগ্রগতি কি তা পর্যালোচনা করার লক্ষ্যেই আজকে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ অনুসারে এক টাকাও যাতে অব্যয়িত না থাকে সে বিষয়েও দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ২৭ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এবারের বাজেটে প্রধানত মূলধনী বিনিয়োগ, ক’ষি ও ক’ষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রের বিকাশ, সকল অংশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সময়ের মধ্যে প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্সে ম’রীক’ত বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দক’ত অর্থ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ব্যয় করার জন্য দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০২৩-২৪ সালের বাজেট ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী আখাঙ্খা প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশন, মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা সহ নতুন ১৩টি প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় ২১ জন

● প্রথম পাতার পর

০১/২০২৩/এনআইএ/জিইউডব্লিউ।

এই মামলার তদন্তে নেমে এনআইএ জানতে পেরেছে অবৈধ মানব পাচারের দল তামিলনাড়ু, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং জম্মু কাশ্মীর সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থেকে কাজ করছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে ভাঙতে এনআইএ আরো ৩ টি নতুন মামলা নথিভুক্ত করেছে। এই চারটি মামলার ভিত্তিতেই আজ এই অভিযান চালানো হয়েছে।

এদিনের অভিযানে এন আই এ মানব পাচার চক্র থেকে বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে। মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, পেন ড্রাইভ, ভারতীয় মুদ্রায় ২০ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রায় ৪৫৫০ ইউএসডি। এছাড়াও আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ উল্লেখযোগ্য পরিচয়পত্র। যা প্রাথমিক তদন্তে জাল নথি বলেই মনে করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে এনআইএ এর তরফে। ওই অভিযানে ত্রিপুরার ২১ জন, আসামের ৫জন ,পশ্চিমবঙ্গের ৩জন , কর্ণাটকের ১০জন, হরিয়ানার ১জন, তেলেঙ্গানার ১জন, পুদুচেরিতে ১ জন এবং তামিলনাড়ুর ২জন সহ মোট ৪৪জন মধ্যস্থকারীদের আটক করা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে ধৃত ২১ জনকে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে আজ বুধবার দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির করা হবে। এই মানব পাচার চক্রকে সমূলে ধ্বংস করতে এই তদন্ত অব্যাহত থাকবে বলে এনআইএ- এর তরফে জানানো হয়েছে।

দুঃসাহসিক চুরি

● প্রথম পাতার পর

একজন সরকারি কর্মচারী। উনকোটি জেলার জেলাশাসকের অফিসে কর্মরত। তিনি অভিযোগ করেন, গতকাল গভীর রাতে এক চোর উনার ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে নগদ দশ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। উনার ঘরের আলমারি ভাঙতে চাইলে উনার ঘুম ভেঙ্গে যায়। উনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে সেই চোর পুনরায় জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও তাকে চিনতে পারেননি।

বিনা মালাকারের ঘরে তখন উনার মেয়ে এবং দুই নাতি ছিল তারপর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা এসে ভিড় জমায় ঘটনাস্থলে। যদিও সেই চোরটির টিকির নাগালও পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি সেই চোরটি যাবার সময় উনার ঘরের মধ্যে একটি ধারালো অস্ত্র এবং পায়ের জুতো রেখে যায়। উক্ত বিষয় নিয়ে আজ বিনা মালাকার কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এ মর্মে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া নগদ টাকা উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্যা চরমে

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সমিতির মালিকানাধীন একটি স্থানে বিদ্যুৎ সাব স্টেশন স্থাপনের স্থান পরিদর্শন এ যায় এক প্রশাসনিক দল। এই দলে ছিলেন কল্যাণপুর এর বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, কল্যাণপুর এর ডেপুটি কালেক্টর অঞ্জন দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, তাহশিলদার দীনেশ সরকার প্রমুখ। ডেপুটি কালেক্টর অঞ্জন দাস স্থান পরিদর্শন শেষে জানান স্থানটি পঞ্চায়েত সমিতির হওয়ায় তারা প্রথমে জায়গা টি রেজিলিউশন এর মাধ্যমে রাজস্ব দপ্তরের হাতে দেবে। পরে রাজস্ব দপ্তর সেটা নিগম কে দেবে। এরপর শুরু হবে নুতন সাব স্টেশন এর নির্মাণ কাজ। এই সাব স্টেশন টি তৈরী হলে কল্যাণপুর এর সার্বিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হবে বলেই সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ দায়ের করেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি এলাকাবাসী শুধু সিডিপিওকে অভিযোগ জানিয়ে থেমে থাকেননি,উনারা কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার ,উনকোটি জেলার জেলা শাসক রাজীব দত্ত এবং আইসিডিএস এর ডিরেক্টরের কাছেও ওনারা অভিযোগ জানান। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

তুঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

সার্বজনীন কালীপুজোর আয়োজন হয় শহরে। বিশাল বড় আকারের প্যান্ডেল তৈরি করে রবীন্দ্রভবনের সামনে এবং জ্যাকসন গেটে কালীপুজোর প্যান্ডেল তৈরিতে কাজ করছেন বিভিন্ন পেশার শ্রমিক। ইতিমধ্যে বাজার গুলিতে আলোর উৎসব উপলক্ষে বাজি পটকা মোমবাতি আকাশদী প ইত্যাদি সামগ্রীতে ভরে গেছে। সব মিলিয়ে দীপাবলি উৎসবের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

মৃত্যু বধূর

● প্রথম পাতার পর

ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ডিব্রুগড়ের বগিবিল সেতুর ওপর চার গাড়ির সংঘর্ষ, হত এক, আহত আরও

ডিব্রুগড় (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.) : ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত বগিবিল সেতুর ওপর চারটি গাড়ির সংঘর্ষজনিত ভয়ংকর দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন।

বগিবিল সেতুর ওপর তিনটি ডাম্পার এবং একটি যাত্রীবাহী ম্যাজিক ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বগিবিল এলাকার চাউলখোয়ার বাসিন্দা তরুণ কুলি (৫৪) নামের ম্যাজিক চালকে। এছাড়া আহত হয়েছেন কয়েকজন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ডাম্পারগুলি পাথর বোঝাই ছিল। শিলাপথারের দিক থেকে এএস ০৬ বিসি ৬৬৬৯, এএস ০৭ এএসি ৫২২৭ নম্বরের পাথর বোঝাই দুই ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ডিব্রুগড়ের দিক থেকে আগত এএস ০৬ সিসি ০১৪৪ নম্বরের আরেকটি ডাম্পারের। এদিকে ডিব্রুগড়ের দিক থেকে আগত ডাম্পারের পেছন পেছন আসছিল যাত্রীবাহী ম্যাজিকটি। ফলে সামনের ডাম্পারে গিয়ে ধাক্কা মারে পেছনের যাত্রীবাহী ম্যাজিক। প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ম্যাজিক চালক তরুণ কুলির।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে পুলিশের দল। দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির রড কেটে যাত্রীদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁরা নিহত এবং আহতদের উদ্ধার করে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

মন্ত্রীপদ বালুরই, তবে জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব অন্য মন্ত্রীদের দিলেন মমতা

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : আপাতত রাজ্যের বনমন্ত্রী পদে থাকছেন রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বালুর দফতর বণ্টন নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হয়নি। এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রীপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁর মন্ত্রক ভাগ করে দেওয়া হয়। বালুর ক্ষেত্রে তা হয়নি।জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই বনমন্ত্রকের দায়িত্ব ওই মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সামলাচ্ছেন। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বালুর মন্ত্রক বণ্টন নিয়ে কোনওরকম আলোচনা না হওয়ায়, ধরে নেওয়া হচ্ছে আপাতত বীরবাহাই ওই দায়িত্ব সামলাবেন। তবে মন্ত্রী পদে জ্যোতিপ্রিয়ই থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, “বালুকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।” ইডি-সিবিআইয়ের বাড়াবাড়ি নিয়ে এদিনও সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা এদিন আরও একবার যেভাবে জ্যোতিপ্রিয়কে ফাঁসানো হয়েছে বলে সুর চড়ালেন, তাতেই স্পষ্ট দল পুরোপুরিই বালুর পাশে থাকছে।

জ্যোতিপ্রিয়কে মন্ত্রীপদ থেকে যেমন সরানো হয়নি, তেমনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতির পদ থেকেও সরানো হয়নি। তবে সামনেই যেহেতু লোকসভা ভোট, তাই তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজকর্মে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে যে সাংগঠনিক দায়িত্ব জ্যোতিপ্রিয় সামলাতেন, সেই দায়িত্বগুলি উত্তর ২৪ পরগনারই অন্য মন্ত্রীদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সুজিত বোস, পার্থ ভৌমিকরা বাড়তি সাংগঠনিক দায়িত্ব পেতে চলেছেন।

এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে দীপাবলি চলাকালীন আইনশৃঙ্খলার দিকে নজর রাখার জন্যও মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মন্ত্রীদের উদ্দেশে বলেন, পুলিশ প্রশাসন নিজেদের মতো কাজ করবে, সেই সঙ্গে আপনাদেরও এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে। আসলে লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হিংসা ছড়ানো হতে পারে বলে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতা। সেকারণেই কালীপূজোর সময় মন্ত্রীদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি।

মন্ত্রীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা নিয়ে পরিবর্ত সিদ্ধান্ত জানাতে ইডি-কে নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা নিয়ে এর আগে দুবার সরকারিভাবে আপত্তি জানিয়েছে কম্যান্ড হাসপাতাল। দু’বারই সেই আপত্তি খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। অথচ, উচ্চ আদালতের নির্দেশ, প্রতিদিন ধৃত মন্ত্রীর শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে। শেষ পর্যন্ত বুধবার কলকাতা হাই কোর্ট ইডিকে সিদ্ধান্ত জানাতে বলল পরিবর্ত কোথায় এই চিকিৎসা হবে, তা জানাতে।

বুধবার ইডিকে বিচারপতি রাজা বসুরায়চৌধুরীর নির্দেশ, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তকারী সংস্থাকে জেনে আসতে হবে যে, বিষয়টি নিয়ে তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী উচ্চ আদালতে সওয়াল করে জানান, কম্যান্ড হাসপাতাল ছাড়া কাছাকাছি কেন্দ্রের অন্য কোনও হাসপাতাল নেই। কল্যাণীর এইমস রয়েছে। সেখানে যেতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়। সেনার বক্তব্যকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে উপায় নেই। তাই সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কম্যান্ড হাসপাতালের আইনজীবী অনামিকা পান্ডে হাই কোর্টে বলেন, “শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা নয়। সেখানে চিকিৎসা করাতেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে হাসপাতালের উপর চাপ বাড়ছে। তা ছাড়া আইনে পরিষ্কার বলা রয়েছে, বাইরের কেউ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন না।” তিনি বলেন, “এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, অন্য মামলার অভিযুক্তদের আদালত ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে সবাইকে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়।”

দু’পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি রায়চৌধুরীর মন্তব্য, “দিনের শেষে সেনার গুরুত্ব সর্বোচ্চ। তাদের আপত্তি রয়েছে। এই অবস্থায় ইডিকে বিকল্প ভাবনাচিন্তা করতে হবে। কম্যান্ড হাসপাতালের বক্তব্য অযৌক্তিক বলা যায় না। ইডি কী সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী শুনানির দিন জানাতে হবে।”এ ছাড়াও বিষয়টি নিয়ে কম্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ইডিকে আলোচনায় বসতে বলেন বিচারপতি।

প্রস্তুতি তুঙ্গে রায়গঞ্জের আদি বন্দরে ‘শ্রী শ্রী করুণাময়ী কালীমাতা’র পুজোর

উত্তর দিনাজপুর, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : আদি বন্দরের মন্দির ঘিরেই রায়গঞ্জের উৎপত্তি। আজকের বৃহৎ রায়গঞ্জ শহরের উৎসভূমি এই আদি কালীবাড়ি। ব্রিটিশকে বিদায় দিতে গোপনে উত্তরবঙ্গে আস্তানা গেড়েছিল বাংলা, বিহারের বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা। বণিকরাও নৌকা থেকে নেমে কুলিক নদীর পাড়ে ঘাটকালী পুজো করে তার পর মাটির বেদীতে পুজো দিতেন। ৫০০ বছর পুরনো রায়গঞ্জের আদি বন্দরে ‘শ্রী শ্রী করুণাময়ী কালীমাতা’র পুজোর সূচনা করেন এক নাগা সন্ন্যাসী। তবে জমিদার রঘুনন্দ গিরি গোঁসাইয়ের তত্ত্বাবধানে বন্দরে গড়ে ওঠে কালীমন্দির। তারাপীঠের তন্ত্রসাধক জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানকার প্রথম পুরোহিত ছিলেন। পরবর্তীতে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব নেন।বংশপরম্পরায় দায়িত্ব পান নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ব্রিটিশ বিদায়ের পর মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় থেকে তাঁর পুত্র পিন্টুবাবু। তাঁর ভাই মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন মন্দিরের পুজো করতেন। সেই বেদীই এখনকার ‘শ্রী শ্রী করুণাময়ী কালীমাতা’। এবার ‘অভিভাবকহীন’ কালীবাড়ির পুজো সামলাবেন এলাকার বাসিন্দারা।চলতি বছরে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অকাল মৃত্যুতে প্রাচীন কালীমন্দির পরিচালনা কার্যত অভিভাবকহীন। তাই এই প্রথম স্থানীয় বাসিন্দারাই আদি কালীবাড়ির পুজোর আয়োজনে শামিল হয়েছেন। তাঁরাই সামলাবেন সমস্ত দায়িত্ব।ঐতিহ্য মেনে তান্ত্রিক মতে, কালীপুজোয় ছাগ বলি এবার হবে না। গিরি গোঁসাইয়ের ষষ্ঠ পুরুষ কমলেশ গোস্বামী বলেন,”এই বন্দর দেবদেবীর পীঠস্থান। দেবী কালীর পাঁচবোনের মধ্যে ঘাটকালী, বুড়িকালী আর আদি করুণাময়ী কালীপুজো এই বন্দরেই হয়।” তবে মন্দির পরিবারের বংশধরদের শেষ পুরোহিতের মৃত্যুতে এবার সেই বীরভুম থেকে কালীপুজো করবেন বলে জানান প্রয়াত পুরোহিত মদনমোহনের স্ত্রী চিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

নাবালক দুই শিশুকে উদ্ধার করল পুলিশ

কৈথল, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : হরিয়ানার কৈথল জেলা থেকে দুজন শিশুকে উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার অপারেশন স্মাইল চলাকালীনই পুলিশ দুজন নাবালক শিশুকে উদ্ধার করেছে।বুধবার পুলিশ কৈথল জেলার চন্দনা গেট ও সিরতা রোড থেকে দুজনকে উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে একজন রাস্তায় জিনিষপত্র বিক্রি করছিল এবং অপরজন মিষ্টির দোকানে কাজ করছিল। শিশু দুটির বয়স ১৩ বছর বলে জানা গিয়েছে। তাদের দুজনকেই শিশুশ্রমে বাধ্য করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অপারেশন স্মাইলের দল দুটি শিশুকে শিশু কল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেয়। উভয় শিশুর পরিবারকে ডেকে তাদের কাউন্সেলিং করা হয়। শিশু কল্যাণ কমিটি শিশুদের পরিবারকে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কমিটি শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটান। এদিন উপস্থিত ছিলেন শিশু কল্যাণ কমিটির সদস্য রাজেশ মোর, প্রদীপ সিংলা ও অঞ্জু জিন্দাল।

করিমগঞ্জের সপ্তর্ষি ক্লাবের থিম নাইজেরিয়ার বিখ্যাত আদিবাসী লোক উৎসব

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ নভেম্বর (হি.স.) : দুর্গাপূজার রেশ যেতে না জেতেই আবার এক উৎসবের হাতছানি। দীপমালায় আলোর সাজে সেজে উঠবে শহর থেকে গ্রাম। আলোর উৎসবে মাতোয়ারা হবে বাঙালি। শুধু তাই নয় এর জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে। কয়েক দিনের বিরতির পর ফের কর্মব্যস্ততা দেখা গেছে কুমোরটুলিগুলিতে। করিমগঞ্জে প্রায় প্রতিটি ক্লাবেরই বড় বাজেট, আর এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রয়েছে প্রতিমা। এদিকে আবার হাতে মাত্র আর কটা দিন। তাই কাজকর্ম চলছে জোরকদমে। প্রতিমা কারখানা গুলোতে দিনরাত এক করে প্রতিমা গড়ছেন শিল্পীরা। এর সঙ্গে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে শত শত হাজার হাজার মাটির প্রদীপ।করিমগঞ্জে এবার প্রত্যেকটি ক্লাব বিগ বাজেটের পুজো করছে। শ্যামা মায়ের আরাধনায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে।সীমান্ত শহরের কালীপুজোর গুলোর মধ্যে অন্যতম হল স্টেশন রোড-ইএন্ডডি কলোনি ও রায়নগর সর্বজনীন কালীপুজো। সপ্তর্ষি ক্লাবের পরিচালনায় প্রতিবছরেই থিমের চমক থাকে এই কালীপুজোয়। এ বছরও তার অন্যথা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে খুঁটি পুজো সম্পন্ন হয়েছে।

বাঁশের কাঠামো বাঁধা হয়ে গেছে। এবারে পুজোর থিম আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়ার বিখ্যাত আদিবাসী উৎসব। উৎসবের প্রতীকী নানা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে এখন তৎপরতা তুঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের দীপালি ডেকোরেটার্স এর স্বত্বাধিকারী সঞ্জয় দেবনাথ এবং তার সহ-শিল্পীরা দূর দেশের পার্বণ তুলে ধরবেন মণ্ডপে। মণ্ডপের ভিতর-বাইরের অংশে থাকবে একাধিক মুখোশ ও মূর্তি। তাতে থাকবে নাইজেরিয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাপ। করিমগঞ্জের মানুষের বিদেশি সংস্কৃতি বা ভিন দেশের

উৎসবের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ কখনও না মিললেও মণ্ডপে ঢুকলে মনে হবে একখণ্ড নাইজেরিয়া যেন উঠে এসেছে সপ্তর্ষি ক্লাবের মন্ডপে। প্লাই, বাঁশ, ফোম, থার্মোকল, বিভিন্ন গাছের ডাল, পাটকাটি সহ উপকরণ দিয়েই সেজে উঠবে ৬৫ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১২ ফুটের প্রতিমা গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় রূপ শিল্পালয়কে। রয়েছে চন্দননগরের বাহারি আলো। থিমে প্রত্যেক চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী আলো ব্যবহার করা হবে। চোখধাঁধানো আলো ও ইলেকট্রনিক্স বাজির কারিকুরি। যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে। আলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মণ্ডপ, পার্শ্ববর্তী এলাকা সহ রাজপথ সাজিয়ে তোলা হবে।প্রতিবারের মতো এবারের পুজোর সভাপতির দায়িত্বে রয়েছে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। কার্যকরী সভাপতি যথাক্রমে অশোক দেব, সিদ্ধার্থ শেখর দত্ত, কেশব দাস ও সঞ্জয় নাহাটা, সম্পাদক সুমন ধর ও জয় গোপাল দত্ত, কার্যকরী সম্পাদক যথাক্রমে বিমল দাস, কিশোর দাস, শুভজিৎ বণিক, অভিজিৎ পাল, কোষাধ্যক্ষ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য ও জয়ন্ত দেব, পূজা আয়োজন কমিটিতে রয়েছেন ওয়ার্ড কমিশনার নির্মল বণিক, সিদ্ধার্থ দাস, পিকলু পাল সহ অনেকে।

পুকুর চুরি রুখতে নয়া ব্যবস্থা, তৈরি হল কমিটি

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : পুকুর চুরি রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এরকমই জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য রাজ্যের তিন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গড়া হয়েছে।ঠিক হয়েছে, এবার সরকারি পুকুরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবে রাজ্য সরকার নিজেই। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে তেমনই পুকুরগুলিরও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হবে বলেই মনে করছে নবান্ন।বুধবার ছিল মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানেই রাজ্যের আয় বাড়াতে সরকারি পুকুরগুলিকে ব্যবহারের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, এর জন্য রাজ্যের তিন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে রয়েছেন রাজ্য বিধানসভার তৃণমূলের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং মানস ভুঁইয়া।

রাজ্যের কোথায়, কত সরকারি পুকুর রয়েছে তার তালিকা তৈরি করবে এই কমিটি। এরপর সেই পুকুরগুলিকে সংস্কার করে সেখানে মাছ চাষ করা হবে। প্রয়োজনে এলাকার স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যদের সেই কাজে ব্যবহার করা হবে।কোথাও সরকারি পুকুরের পাড়ে জায়গা থাকলে সেখানে লাগানো হতে পারে ফলের গাছও। সরোজমিনে সমীক্ষার পরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি করা তিন মন্ত্রীর কমিটি।সূত্রের খবর, এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, ‘সরকারি পুকুর জবর দখল করে ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক ব্যবসা করে খাচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের রাজস্ব ফাঁকি পড়ছে। এবার থেকে আমরাই পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ করব। তাতে আয়ের পাশাপাশি কিছু মানুষের কর্ম সংস্থানও হবে।’এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে ন্যাশনাল হেলথ ইন্সুরেন্সের প্রসঙ্গটি তোলেন এক মন্ত্রী। তিনি বলেন, ক্যাবিনেটের ন্যাশনাল হেলথ ইন্সুরেন্সের বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। যা শুনে বিরক্তির সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আর টাকা, সবই তো বন্ধ করে দিচ্ছে কেন্দ্র। একদিকে প্রকল্পের টাকা আটকে রাখছে অন্যদিকে রেল থেকে হাসপাতাল, সবকিছুর রঙকে গেরুয়া করে দিচ্ছে!”

রাজ্য স্কুল ক্রীড়ায় দাবা টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে তিন দিন ব্যাপী স্টেট লেভেল স্কুল স্পোর্টস কম্পিটিশন ২০২৩-২৪ এর দাবা টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। উদ্যোক্তা পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। স্থানীয় এনএসআরসিসি-তে বিশেষ করে দাবা ইভেন্টে টুর্নামেন্ট অনূর্ধ ১৪ ও অনূর্ধ ১৭ বয়স ভিত্তিক বালক বালিকা উভয় বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বেল তিনটায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। ৯ থেকে ১১ নভেম্বর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হরি দুলাল আচার্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকতা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, নিখিল সাহা, ত্রিপুরার চেস এসোসিয়েশনের সভাপতি

PNIeT NO- 39/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T-_113/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 6780759.00	29-11-2023
2	DNIe-T-_114/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 6780759.00	
3	DNIe-T-_115/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 6780759.00	
4	DNIe-T-_116/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 6780759.00	
5	DNIe-T-_117/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24	Rs. 6780759.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-3061/23

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

Memo No.F.8(2)/EE/PWD(DWS)/AMB/ 9705-59

PNIT No.:-33/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Dated. 06-11-2023

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites offline percentage rate-Tender for the following works:

1. Name of work:- widening and improvement of road to 4 lane with divider from Kadamtala Tri-junction to Kadamtala RD Block office under Kadamtala Kurti Consistency Assembly (0.78KM)/ SH: Dismantling, shifting, remodelling of existing pipe including providing domestic connection and allied works/ Gr.-I.
DNIT No.: 71/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24. Estimated Cost: Rs.4.83.837.00
Earnest Money:-Rs.9,677.00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion:-90 (Ninety) Days.
2. Name of work:- widening and improvement of road to 4 lane with divider from Kadamtala Tri-junction to Kadamtala RD Block office under Kadamtala Kurti Consistency Assembly (0.78KM)/ SH: Dismantling, shifting, remodelling of existing pipe including providing domestic connection and allied works/ Gr.-II.
DNIT No: 72/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24. Estimated Cost: Rs.4,85,350.00
Earnest Money:-Rs.9,707,00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion:-90 (Ninety) Days.

Last date and time for receipt of application
for issue of tender form:- Up to 16.00 Hours on 22-11-2023.
Last date of selling of tender form:- Up to 17.00 Hours on 24-11-2023.
Last date & time for dropping of tender:- Up to 15.00 Hours on 27-11-2023
Time and date of opening of tender :- At 16.00 Hours on 27-11-2023
(If possible).

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-3067/23

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rat two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered wit PWD/TTAADEFMES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00P.M. on 27/11/2023 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 1 unit Additional Classroom at First Floor at Gachirampara High School under Dasda block of North Tripura District under Samagra Shiksha for the year 2022-23 DRAFT NIT NO: 39/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 14,82,967.00	Rs. 29,659.00	4(Four) months	Up to 3PM 27/11/2023	At 28/11/2023 Hrs 11am. on	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-3072/23

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: 16/EE/WRD-III/UDP/2023-24 DATE: 06.11.2023

SL. No	D.N.I.T Nos	Estimated Cost / Earnest Money	Cost of Tender Form (in Rs.)	Last Date of Selling of Tender form	Last date of dropping of Tender.	Date of opening of tender
1	D.N.I.T No. 52/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	4,57,751.00 / 9,155.00	1,000.00	On or after 10.11.2023 TO 17.11.2023 Up to 4.00 PM	Up-to 3.00 PM on 21.11.2023	On 21.11.2023 at 3.30 PM, if possible.
2	D.N.I.T No. 55/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	4,98,699.00 / 9,974.00	1,000.00			
3	D.N.I.T No. 62/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	4,22,635.00 / 8,453.00	1,000.00			
4	D.N.I.T No. 63/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	4,50,575.00 / 9,012.00	1,000.00			
5	D.N.I.T No. 64/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	4,99,973.00 / 9,999.00	1,000.00			
6	D.N.I.T No. 65/EE/WR-III/UDP/DNIT/2023-24	3,57,812.00 / 7,156.00	1,000.00			

N.B: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No -I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No -II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours. Tender Form can be purchased on any working day during office hours from 10.11.2023 to 17.11.2023 up to 4.00 PM from the Office of the Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur, Gomati Tripura, on payment of Rs.1000.00 (Rupees one thousand) only for each tender Form in Cash (non-refundable) on submission of application for each tender separately on production of documentary proof of Nationality, PTCC, PAN Card, valid Labour license from the Labour Department, Government of Tripura and Registration certificate of GST. In addition to above documents experience certificate of motor rewinding (Certificate should be issued by the Executive Engineer only), proof of three phase electric connection, trade license for the work SL. No. 1,2 & 5. All terms and conditions are incorporated in the DNIT.

(Er. M. Mog)
Executive Engineer
Water Resource Division-III
Udaipur, Gomati, Tripura.

ICA/C-3055/23

PNIT NO: 11/EE/RD/SNMD/2023-24, Dt. 06 /11 /2023

The Executive Engineer, R D Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District invites 2nd CALL in percentage rate e-tender (single stage two bid), in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/11/2023 for 1 (one) no. work worth Rs 1,58,155.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Er. Santran Das)
Executive Engineer
(Dhanpur) Division
M: 9436592862

ICA/C-3051/23

বিদেশের মাটিতে এশিয়ান আসরে দেশের পতাকা ত্রিপুরার মিতালী, অর্চনার হাত ধরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। বিদেশের মাটিতে দেশের পতাকা। তাও মাথার উপরে হাতে ধরে ভিকট্রি ল্যাপ-এ। অসাধারণ বিশেষ অনুভূতি, রাজ্যের মেয়ে মিতালী এবং অর্চনার হাত ধরে। রাজ্য ক্রীড়া জগতের হয়ে নিশ্চয়ই অন্যতম নিদর্শন এশিয়ান আসরের প্রথম দিনেই দেশের নামের সঙ্গে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে অনন্য নজির তৈরি করেছে। ত্রিপুরার দুই কৃতি অ্যাথলেট মিতালী দেবনাথ ও অর্চনা বনিক। দুটি পদক মিতালীর হাত ধরে। একটি স্বর্ণপদক ১৫০০ মিটার দৌড়ে ৫০ থেকে ৫৪ বছরের গ্রুপে। অপরটি রৌপ্য পদক ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের মধ্য দিয়ে। একেবারে সোনায় সোহাগা। সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েছে অর্চনা বণিক একই বছরের গ্রুপে লংজাম্প ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের মধ্য দিয়ে রৌপ্য পদক পেয়ে। ৫ দিন ব্যাপী ২২ তম এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আজ, বুধবার থেকে শুরু হয়েছে ফিলিপাইন্সে। প্রথম দিনে ত্রিপুরার মিতালী দেবনাথ একটি করে স্বর্ণপদক ও রৌপ্য পদক পেয়েছে। এছাড়া অর্চনা বনিক পেয়েছে একটি রৌপ্য পদক। উল্লেখ্য, ফিলিপাইনসের ক্যাপাসের নিউক্লার্ক সিটিতে আয়োজিত ২২তম এশিয়ান মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা থেকে ১১ সদস্যের একটি দল ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আশা করা হচ্ছে ত্রিপুরার খেলোয়াররা দেশের হয়ে সেখানে আরও পদক জয়ের মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। এদিকে প্রথম দিনে কৃতি অ্যাথলেট মিতালী ও অর্চনার সাফল্যে রাজ্যের, বিশেষ করে ক্রীড়া জগতে খুশির হাওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠক এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

অনূর্ধ-৯ জাতীয় দাবায় ৯ম স্থানে রাজ্যের আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। নবম স্থান পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাসকে। জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। ঝাড়খন্ডে অনুষ্ঠিত আসরের একাদশ তথা শেষ রাউন্ডের খেলা হয় বুধবার সকালে। যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে থাকা আরাধ্যার (১১৯৮) মুখোমুখি হয় তামিলনাড়ুর পূজা শ্রী আরের (১২৪৯)। ৬৪ ঘরের মস্তিস্কের খেলায় দুরন্ত লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ করতে পারেনি। আসর শেষ করে সাড়ে ৭ পয়েন্ট নিয়েই। এবং দখল করে নবম স্থান। এদিন যদি জয় পেতো আরাধ্যা তাহলে সম্ভবত দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যেতো। আসরে তেলেঙ্গানার সোমহিতা পুনাগাভানাম (১৩৪৫) ১০ পয়েন্ট পেয়ে সেরার সম্মান পায়। ত্রিপুরার অন্য দাবাড়ুদের মধ্যে নিলাক্ষী দেবনাথ সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ১০৩ তম স্থান এবং নাভিয়া দে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ১১১ তম স্থান দখল করে। আসরে অংশ নিয়েছিলো ১১৬ জন দাবাড়ু। এদিকে বালক বিভাগে মহারাষ্ট্রের আদ্বিক অমিত আগরওয়াল (১৩৬৮) ১০ পয়েন্ট পেয়ে ভারতে সেরা হয়েছে। ত্রিপুরার দাবাড়ুদের মধ্যে আদ্রুষ কর্মকার ৬ পয়েন্ট পেয়ে ১০৮ তম স্থান এবং অন্তরীপ আচারিয়া ৪ পয়েন্ট পেয়ে ২০৯ তম স্থান দখল করে। আসরে অংশ নিয়েছিলো ২৫০ জন দাবাড়ু।

অনূর্ধ ২৩ পুরুষদের জাতীয় ক্রিকেট : ই-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	৫	৫	০	০	৩.২২৮	২০
গুজরাট	৫	৩	২	০	০.৫১৪	১২
ছত্তিশগড়	৬	৩	৩	০	০.৩৩৬	১২
ওড়িশা	৫	৩	২	০	০.০২০	১২
গোয়া	৫	২	৩	০	-০.৫৯৩	৮
ত্রিপুরা	৫	১	৪	০	-১.৪৬৩	৪
মনিপুর	৫	১	৪	০	-২.২৮৭	৪

অনূর্ধ-১৯ মহিলা টি-২০ : শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা আজ হরিয়ানার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হরিয়ানার মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা আগামীকাল। অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রাঁচির ঝাড়খন্ডে ওভাল গ্রাউন্ডে হবে ম্যাচটি। পয়েন্ট তালিকায় হরিয়ানার অবস্থান অনেকটা উঁচুতে রয়েছে। একেবারে দ্বিতীয় শীর্ষে। চার ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তামিলনাড়ুর পরের স্থানে হরিয়ানা।

তামিলনাড়ুর সঙ্গে সম সংখ্যক পয়েন্ট হলেও রানের গড়ে হরিয়ানা দ্বিতীয় শীর্ষে। এদিকে ত্রিপুরা শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশকে ছাপিয়ে। আজ, বুধবার হালকা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। একঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এবছর ত্রিপুরার দল গড়া। ফলে কোচদের মতে ক্রিকেটারদের সময় দিতে হবে সাফল্য পেতে। টিম ম্যানেমেন্টেরও একই ধারণা। এখন শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

ত্রিপুরার কোচ শ্রাবণী দেবনাথ মনে করছেন,'খুব ধীর গতিতে হলেও মেয়েরা উন্নতি করে চলছে। যার সুফল আগামীদিনে পাওয়া যাবেই'। হরিয়ানা ম্যাচ নিয়ে ত্রিপুরার কোচ মনে করেন, 'নিঃ সন্দেহে হরিয়ানা অনেকটা এগিয়ে। তবুও যে দলের ক্রিকেটাররা উইকেটে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে সেই দলই জয় পাবে। আশাকরি মেয়েরা হরিয়ানার বিরুদ্ধে বিনা যুদ্ধে জমি ছেড়ে আসবে না। সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে চেষ্টা করে যাবে'। প্রসঙ্গত: আসরের প্রথম তিনটি ম্যাচে শক্তিশালী হায়দরাবাদ এবং তামিলনাড়ুর পর চতুর্থ ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের কাছেও পরাজিত হয়েছিলো ত্রিপুরা। তৃতীয় ম্যাচে অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ২৪ রানে জয় পেয়ে ত্রিপুরার মেয়েদের মনোবল কিছুটা হলেও বেড়েছে। এটাই রাজ্য দলের এবারকার সান্তনা।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা জাতীয় টি-২০ : ই-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
তামিলনাড়ু	৪	৩	১	০	১.৭৬০	১২
হরিয়ানা	৪	৩	১	০	১.৬২৬	১২
উ: প্রদেশ	৪	৩	১	০	১.৬০২	১২
হায়দ্রাবাদ	৪	২	২	০	০.৫২১	৮
ত্রিপুরা	৪	১	৩	০	-১.৯১৯	৪
অরুণাচল	৪	০	৪	০	-৩.৭৪১	০

অনূর্ধ-২৩ : শেষ ম্যাচে লড়াকু মনোভাবে ত্রিপুরার ছেলেরা আজ মুম্বাইয়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। গ্রুপের শীর্ষে থাকা দলের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার খেলবে ত্রিপুরা। অনূর্ধ-২৩ একদিবসীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ শক্তিশালী মুম্বাই। হরিয়ানার সুলতানপুরের গুরুগ্রাম ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে হবে ম্যাচটি। ফলে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে পরাজয় দিয়েই রাজ্যে ফিরবেন আনন্দ ভৌমিকরা। দুদলই আপাতত ৫ ম্যাচ করে খেলে নিয়েছেন। ৫ ম্যাচ খেলে সবকটিতে জয় পেয়ে ২০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মুম্বাই। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট মাত্র ৪। গ্রুপের শেষর দিকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। ফলে শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকেই কয়েককদম এগিয়ে মুম্বাই। বুধবার জিমে হালকা অনুশীলন করেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। দলীয় ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে হতাশ ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায়। দলের প্রথম সারির কোনও ব্যাটসম্যানই আসরে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠতে পারেননি। অথচ প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটসম্যান-রা রানে ছিলেন। তাই এদিন ক্রিকেটারদের আর বিশেষ কিছু বলেননি ত্রিপুরার কোচ। শুধু বলেছেন, শেষ ম্যাচে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে। ত্রিপুরার ক্রিকেটাররাও চাইছেন অন্তত শেষ ম্যাচে জ্বলে উঠতে। মুম্বাইকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

কোচবিহার ট্রফি : রাজ্যদল গঠনের প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। প্রত্যেক ক্রিকেটারদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং নিখুঁত বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে রাজ্য দল গঠনের উদ্যোগ নির্বাচকদের। সে অনুযায়ী সিলেকশন ট্রায়াল তথা প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে জোর কদমে। আজ, বুধবার থেকে ফের শিবিরের ক্রিকেটারদের অরেঞ্জ টিম, ব্লু টিম নামাকরণে দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হয়েছে। প্রস্তুতি ম্যাচে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখে চূড়ান্ত দল গঠন করা হলেও জাতীয় ক্রিকেট আসরে ত্রিপুরা দল কবে যে যথোপযুক্ত সাফল্যের মুখ দেখবে তা বলার সাধ্যি নেই। কোচবিহার ট্রফির জন্য আসন্ন অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে অংশ নিতে ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এবং সিলেকশন ট্রায়ালে ক্রিকেটাররা সেরাটা উজাড় করে দিতে চাইছে। ইতোমধ্যে বাছাইকৃত ৪০ জন ক্রিকেটারকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলানো হচ্ছে। পর পর ম্যাচের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত বাছাইয়ে নির্বাচকরা নজর রাখছেন। প্রস্তুতি ম্যাচে আজ টস জিতে ব্লু টিম প্রথমে ব্যাটিং- এর সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় দিনভর খেলে ৭৪.৫ ওভারে ১৮৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দু তিনজন বাদে ব্যাটিং সাফল্যে কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। ওপেনার শশিকান্ত বিনের ব্যাটে ৪২ রান, সায়ন রায়ের ৩০ রান এবং তনয় মন্ডলের ৪৭ রান উল্লেখ করার মতো। অরেঞ্জ টিমের বোলারদের মধ্যে সম্রাট বিশ্বাস তিনটি দেবতনু পাল ও অর্কজিৎ রায় দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অরেঞ্জ টিম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১২ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করেছে।

বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীতে শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। খুব শীঘ্রই চলতি খারিফ মরসুমে প্রতি কেজি ২১ টাকা ৮৩ পয়সা করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। আজ বুধবার বিকেলে সচিবালয়ের বৈঠকের শেষে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিনের বৈঠকে রাজ্যের কৃষকবন্ধুদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এদিন বৈঠকে শ্রী চৌধুরী বলেন, কৃষকদের লাভবান করার উদ্দেশে প্রতি বছর সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করছে আমাদের কৃষকবন্ধু রাজ্য সরকার। দেশে ও রাজ্যে খাদ্যশস্যের মজুত বাড়ানো ও বাজার দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি মৌসুমেই ধান ক্রয় করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবছরও প্রতিটি জেলা ও মহকুমাকে ধান ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতবারের চেয়ে এই মরসুমে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানোর জন্য তিনি অধিকারিকদের নির্দেশ প্রদান করেছেন তিনি বলে জানান। তিনি আরও বলেন, একজন চাষিও যেন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের চেয়ে কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য না হন, সে দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পোকার নমুনা সংগ্রহ করল বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ নভেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার অধীনে ঋষ্যমুখ ব্লকের জয়কাতপুর হাই স্কুলে মশা জাতীয় একধরনের পোকার তীব্র আক্রমনে স্কুলের ছাত্র শিক্ষক সবাই আতঙ্কগ্রস্ত ,এইদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ে আসেন, বিশেষজ্ঞগন এই পোকাগুলোর নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়,তবে কি ধরনের পোকা এখনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি,এই ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দক্ষিণ জেলা জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছুটে যান,সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস ,স্টেট সারভাইলেন্স অফিসার ডা: অন্তরা বণিক, স্টেট এন্টোমলজিস্ট ঝুমা দাস,স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা জেনে নেন জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ।

ঝাড়খণ্ডে দুই আইএসআইএস সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার এটিএস-এর

রাঁচি, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডে সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড (এটিএস), সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইএসআইএস) এর সঙ্গে যুক্ত দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার উভয় জঙ্গিকে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ এবং গোড্ডা জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত জঙ্গিদের নাম, মো. আরিজ হাসনাইন ও মোহাম্মদ নাসিম।

মোহাম্মদ নাসিম হাজারীবাগের কটকামসান্দি থানা এলাকার মাহাতো টোলার বাসিন্দা। তাকে হাজারীবাগ থেকে গ্রেফতার করা হয়। দ্বিতীয় জঙ্গি মো. আরিজ হাসনাইন ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার রহমত নগরের বাসিন্দা। গোদা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এটিএস গোপনে সূত্রে জানতে পেরেছিল যে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ এবং গোড্ডা জেলায় আইএসআইএস মডিউল পরিচালিত হচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে হাজারিবাগ এবং গোড্ডায় অভিযান চালায় ঝাড়খণ্ডের এটিএস। এখন তাদের দুজনকেই আটক করে জেরা করছে এটিএস।

নেপাল : ভূমিকম্পে জাজারকোটে ভেঙে পড়েছে ১০ হাজার ঘরবাড়ি, বাস্তুচ্যুত ৬৭ হাজার মানুষ

কাঠমান্ডু, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : গত শুক্রবার মধ্যরাতে নেপালে ভূমিকম্পের জেরে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছে সরকার। এতে প্রায় ১০ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

৩ নভেম্বর রাতে স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটেরিখটার স্কেলে ৬.৪ মাত্রায় হওয়া ভূমিকম্পে ১০ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাজারকোটে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ভেরী পৌরসভা এলাকায় ২,৫৪০টি বাড়ি, নালগড় পৌরসভায় ২,৩১৫ টি বাড়ি, চেদাগড় পৌরসভায় ১,৯৪৫ টি বাড়ি, বেরেকোট গ্রাম পৌরসভায় ১,৪৩৫ টি, কুশ পৌরসভায় ১,৮৪৩টি, জুনিচাঁদ গাওপালিকায় ৬৩৪ টি ও শিবালয় গাঁওপালিকায় ৪৮ টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাজারকোট জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে ৬৭ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে জাজারকোটে। জাজারকোট জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জেলায় ভূমিকম্পে প্রায় ১ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসন আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পে প্রায় ২৪ হাজার ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পে জাজারকোটে নিহত ১০১ জনের মধ্যে ৫৩ জন শিশু।

আসছেন বাসুদেব রাজবংশী, গাইবেন জিরানিয়া এসডিএম মাঠের অনুষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় গান গাইতে আসছেন বাসুদেব রাজবংশী। আগামী ১১ নভেম্বর জিরানিয়া এসডিএম মাঠে গান গাইবেন তিনি।

আগামী ১১ নভেম্বর সন্ধ্যায় জিরানিয়া এসডিএম মাঠের অনুষ্ঠানে গান গাইতে রাজ্যে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুরের প্রখ্যাত বাঙালি বাউল এবং সঙ্গীতজ্ঞ বাসুদেব দাস বাউল ওরফে বাসুদেব রাজবংশী। তাঁকে ত্রিপুরায় আসতে আমন্ত্রন জানানোতে পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ১০ মজলিশপুর মন্ডলের উদ্যাগে ওই অনুষ্ঠান হতে চলেছে বলে জানান তিনি।

রাজনগরে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ নভেম্বর।। রাজনগর ব্লকের অধীনে বড়পাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত তৃষ্ণা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে হেতালিয়া নাম্বার টু অঙ্গন ওয়ারীতে আজ সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক ডক্টর মুকেশ ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার শ্রীমতি গীতা মগ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমটিএস বিলোনিয়া বিজয় চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য মেলায় সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয় এবং উক্ত স্বাস্থ্য মেলায় মোট রোগী হয় ৫৬ জন এর মধ্যে ৩৯ জনকে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা হয় সকলের পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে এবং এবং উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে হাইপারটেনশন, হিমোগ্লোবিন ও টাইফয়েড এর পরীক্ষা করা হয় এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

স্কুল থেকে উদ্ধার তাজা বোমা

তুফানগঞ্জ, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : স্কুল চলাকালীন তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত টাকুয়ামারি রবীন্দ্রনাথ এমএলকে স্কুলের বারান্দা থেকে উদ্ধার হল দুটি তাজা বোমা। বুধবার বোমা উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা স্কুল লাগায়ো পাড়ায়। আতঙ্ক দানা বেঁধেছে পড়ুয়াদের মধ্যে। আতঙ্কে অভিভাবকেরাও।সূত্রের খবর, একটি বোমা পড়ে ছিল স্কুলের অফিস ঘরের সামনে, অন্যটি ছিল স্কুলের মধেই একটি শ্রেণিকক্ষের সামনে। বোমা নিয়ে শোরগোলের মধেই খবর যায় তুফানগঞ্জ থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। উদ্ধার করা হয় বোমা দু'টি। এদিকে যে জায়গা থেকে বোমাদুটি উদ্ধার হয়েছে তার পাশেই আবার রয়েছে টাকুয়ামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক স্কুলটি খোলা থাকলেও এমএসকে স্কুল বন্ধ ছিল বলে জানা যাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ইন্টারনেট বিভ্রাট, বিপাকে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহক

সিডনি, ৮ নভেম্বর (হি. স.) : অস্ট্রেলিয়ায় অপ্টাস নেটওয়ার্ক অপারেটরে গোলযোগের কারণে এক কোটিরও বেশি লোক ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন সেবার বাইরে রয়েছেন। অপ্টাস দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম নেটওয়ার্ক অপারেটর। বুধবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিকে নেটওয়ার্ক বিভ্রাট শুরু হয়। মেলবোর্নসহ অন্যান্য শহরে সকালের ভিড়ের সময় পেমেন্ট সিস্টেম এবং অনলাইন কর্মকাণ্ডকে বিপর্যস্ত করে এবং ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত করে।

অস্ট্রেলিয়ার সরকার বলছে, মোবাইল ফোন, ল্যান্ডলাইন ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সবই প্রভাবিত হয়েছে। অপ্টাসের প্রধান নির্বাহী কেলি বায়ের রসমারিন সাইবার হামলার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এবিসি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দীর্ঘ সময়ের বিভ্রাট নিয়ে কোনো কিছু বলেননি। তিনি বলেন, এটি খুব অসম্ভাব্য (যে সমস্যাটি অপ্টাস নেটওয়ার্কের সফটওয়্যারের মধ্যে শুরু হয়েছিল), আমাদের সিস্টেম প্রকৃতপক্ষে খুব স্থিতিশীল এটি একটি খুব, খুব বিরল ঘটনা। তিনি আরও বলেন, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করছি। নেটওয়ার্ক বিভ্রাটের ফলে অনেক হাসপাতাল জরুরি ফোনকল রিসিভ করতে পারছিল না। বিভ্রাট শুরুর ছয় ঘণ্টা পর অপ্টাস জানায়, কিছু সেবা চালু হয়েছে। পুরোপুরি চালু হতে কিছুটা সময় লাগবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য অভিনব ব্যবস্থা চালু করল স্টার্স স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ নভেম্বর।। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক অভিনব ব্যবস্থা চালুকরা হয়। উদয়পুর মহকুমা তথা ত্রিপুরা রাজ্যের বনেদি এবং নামি স্কুল গুলোর মধ্যে একটি স্কুল হলো উদয়পুর ধ্বজনগর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রিলিয়ান্ট স্টারসস্কুল। এই স্কুল -২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করে ২০০৮ সাল থেকে পঠন পাঠন শুরু করে। শুরু থেকেই সি বি এস সি পরিচালিত এই বেসরকারি স্কুলে প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি শাখাতে সর্বাধিক ৩০জন শিক্ষার্থী নিয়ে পঠন পাঠন শুরু হয়। বিগত কয়েক বৎসর আগে অভিভাবকদের অস্বাভাবিক চাপে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রতি শ্রেণীতে ৩০থেকে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩৫ করা হয়। বিগত কয়েক বৎসর ধরে সি বি এস সি পরিচালিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল ত্রিপুরার অভিভাবকদের নজর কেড়ে নেয়। এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এই বৎসর থেকে ব্রিলিয়ান্ট স্টারসস্কুলে এক অভিনব ব্যবস্থা চালু করে ।গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চালু করা হয় 'গুড ক্যারেকটার এডওয়ার্ড'। এই নিয়মে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে ঐ শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীরা ভোটাভুটির মাধ্যমে পারদর্শী শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করবেন, এই কাজে বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য।গতকাল ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একজন ,সপ্তম , অষ্টম, নবম শ্রেণী থেকে একজন ও দশম শ্রেণী থেকে একজন কে নিয়ে পাঁচ জন শিক্ষার্থীকে ৫০০০০টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা করে মোট পাঁচ জনকে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)এবং একজন শিক্ষক, একজন বিদ্যালয়ে কর্মরত অশিক্ষক কর্মচারীকে পঁচিশ হাজার টাকা করে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা সহ মোট তিন লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়। এই এডওয়ার্ড পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ফাউন্ডার বা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জেনা সোরাবজি- যিনি ভারতের প্রয়াত এটর্নি জেনারেল সোলি সোরাবজির স্ত্রী।উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নন্দ খামানি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিনোদ ছেত্রী, বিদ্যালয়ের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব তথা আই এ এস ই উত্তম মিত্র, বাহাই সম্প্রদায়ের উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তিত্ব অভ্যাস রোহানি, দুই এস এম সি কমিটির সদস্য যথাক্রমে সুব্রত রায় এবং অপুরাম সরকার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ, অশিক্ষক কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক-অভিভাবিকা সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ।এই এডওয়ার্ড পেয়ে শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক অভিভাবক সকলেই যার পর নাই খুশী।

ধলাইয়ে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৮ নভেম্বর।। ধলাইয়ে টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা থানাধীন লালছড়া এলাকায়। মৃতের নাম সুবিরাম দেববর্মা(৫০), পিতা স্বর্গীয় শুভচন্দ্র দেববর্মা। বাড়ি ধূমাছড়া থানার অন্তর্গত করাডিছড়া।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সুবিরামের বাড়ি করাতিছড়া হলেও প্রায়ই লালছড়া এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। এলাকাবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় সারাদিনই সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতো। আশপাশের বাড়িতে কখনো কখনো খাবার খেয়ে ভবঘুরের মতই জীবন চলছিল। ৮ নভেম্বর সাতসকালেই লালছড়াসিত অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টারের সামনে একটি বিশ্রাম গাড়ি তার তার নিতর দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির দুটি ছেলে রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ এটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

পানীয় জলের সংকট, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর।। দীর্ঘ ২ মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে আজ সকালে প্রতিবাদে উদয়পুর-কিল্লা সড়ক পথ অবরোধে করলেন প্রমীলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অভিযোগ, বিগত ৫ বছর ধরে ২ মাস অন্তর অন্তর পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে নিত্যদিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রায়াইবাড়ি এলাকাবাসীরা। এ বিষয় নিয়ে একাধিক বার প্রসাশনকে জানানো হলেও কোনো কর্নপাত করেননি।তাদের আরও অভিযোগ, মেশিনের গোলযোগ কারনেই পানীয়জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে।

অবশেষে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশনের উচ্চ পদস্থ আধিকাবিকবা।তাবা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

বিদ্যাসাগর কলেজে নবীনবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ নভেম্বর।। নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের নব বিদ্যার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়,নবীন বরণ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিলোনিয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে,আজ সকাল নয়টা থেকে শুরু হয় নবীন বরণ কর্মসূচির অনুষ্ঠান, প্রথমে নব বিদ্যার্থীদের কপালে চন্দন চর্চিত করে, হাতে মোমেন্টু তুলে দিয়ে, মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় বিদ্যার্থী সংসদের পক্ষ থেকে, এরপর বারোটায় নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সরস্বতি বন্দনার মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়,সাথে ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, এবিআরএসএম মহাবিদ্যালয়ের এসোসিয়েট প্রফেসর অর্জুন গোপ ও বিদ্যার্থী পরিষদের সম্পাদিকা ইপ্সিতা বনিক সহ অন্যান্য অতিথিগন, অতিথিদের আলোচনার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বাদ্যযন্ত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ নভেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুরের বামনছড়া কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয়।

৪৬ নং সুরমা বিধানসভার বিধায়ক স্বপ্না দাস (পাল)তাঁর বিধানসভা এলাকার চারটি দলকে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে প্রায় ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার বাদ্যযন্ত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি হয় বামনছড়া কমিউনিটি হলে। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। সাথে ছিলেন কমলপুরের এস ডি এম লালরিংনেতা ডারলং। সমাজ সেবী সন্তোষ দাস, অমৃত দাস ও সভাপতিত্ব করেন বামনছড়া পঞ্চায়েতের প্রধান রেবা নমশুদ্র। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এল. ডারলং।

এছাড়া ভাষণ রাখেন সন্তোষ দাস। বিধায়ক তাঁর ভাসনে বলেন আমি চাই সর্বদা জনগণের সাথে থাকতে। তিনি আরও বলেন সুরমা এলাকায় বহু বাদক দল আছে। কিন্তু সবাইকে একসাথে বাদ্যযন্ত্র দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রথম চারটি দলকে দেওয়া হলো বিধায়ক তাহবিলের ফান্ড থেকে। ধাপে ধাপে আরও দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন তিনি বিধায়ক হয়েই সালেমা পি এইচ সি তে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন, কমলপুর সংশোধনাগাড়ে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন। এবার তিনি চারটি দলকে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা করে মোট ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার বাদ্যযন্ত্র দিয়েছেন। যাতে রয়েছে খোল, কর্তাল, কাঁসা, সিনথেজার, ড্রামসেট সহ অন্যন্য সামগ্রী। তবে স্বপ্না দাস (পাল)এলাকায় নেশার বারবারন্ত নিয়ে উদ্দেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন সবাইকে মারণ নেশার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ যে ছেলেটা নেশা করছে সে আমার বা আপনার ছেলে। তাই নেশার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সাহায্য করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নেশা কারবারিরা হাত গুটাবে।

১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ন জওয়ানদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ নভেম্বর।। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পানিসাগরে সমাজ সচেতনতামূলক এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সীমা সুরক্ষা বাহিনীর উত্তর ত্রিপুরার বকবকিস্থিত ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ন জওয়ানদের উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এদিন মুল অনুষ্ঠানটি পালিত হয় বকবকি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।সকাল সাড়ে এগারোটায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পানিসাগর হেডকোয়ার্টারের সিও আনিলকুমার গুলেরিয়া ।পরে স্থানীয় পড়ুয়ারা পরিবেশন করে মনমুগ্ধকর উদ্বোধনী সংগীত।তিনি নিজ বক্তব্যে অনুষ্টানের মুল উদ্দেশ্য ব্যাখা করেন সিও।তিনি জানান সীমা সুরক্ষা বাহিনী শুধু দেশের সীমানা প্রহরায় ব্যস্থ না সমাজের হয়েও কিছুটা কাজ করে চলছে।প্রায় প্রতি বছর সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এলাকার পিছপড়া জনগন সহ পড়ুয়াদের উপহার সামগ্রী দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।জনগনকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চায় বিএসএফ।

এদিনের অনুষ্টানে বিএসএফের পক্ষে স্থানীয় পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ খাতা কলম সহ বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয় ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়।পরে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্টান সহ আলোচনা সভা।এতে স্থানীয়দের মধ্যে বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থেকে সীমা সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের সামাজিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বসহায়ক গোষ্ঠী তৈরি করে স্বাবলম্বী সংখ্যালঘু মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ নভেম্বর।। স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের কেমন করে স্বাবলম্বী করে তোলা যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় আলোচনা সভার মাধ্যমে সচেতন করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার বাস্তবায়ন করে দেখালেন যুবরাজ নগর আরডি ব্লকের আওতাধীন পশ্চিম তিলথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ফয়জুন্নেসা।

২০১৫ সালে ১০ জনকে নিয়ে একটি স্বসহায়ক গোষ্ঠী বানিয়েছিল এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা। অনেকে অনেক কিছু বলেছিল তখন পাশে থাকার মত লোকের অভাব ছিল। শুধুমাত্র ১০ জন মহিলা মিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ময়দানে নেমেছিল যে তারা কিছু একটা করে দেখাবে। তখন তাদের মূলধন ছিল মাত্র ৬০০০ টাকা। ছাগল পালা দিয়ে শুরু করেছিল তাদের মিশনের সূত্রপাত।

তারপর ক্ষেতের জমিতে চাষাবাদ ,সবজি চাষ ,ধান, আলু, টমেটোর দিনে টমেটো চাষ সহ বিভিন্ন ধরনের চাস আবাদে নিজেদেরকে বিরোধী করে এগিয়ে চলছিল ১০ জনের এই স্বসহায়ক গোষ্ঠী। মনের তাগিদ থাকলে যে পিছে ফিরে তাকাতে হয় না তা নিজেদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোবৃত্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই দশজন মহিলা। এই দশজন মহিলার মুখ্য ফয়জুন্নেসা বর্তমানে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে তুলেছে। নিজের স্বামীকে অটোরিকশা কিনে দিয়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে।

তাছাড়া রয়েছে মাছের জন্য বিশাল ফিশারী, চালাচ্ছে মুরগির ফার্ম। তাদের নিজেদের উদ্যোগে গ্রামে তৈরি করছে জৈব সার যা বিক্রি করে একটা বড় অংকের টাকা প্রতি বছর নিজেদের পকেটে আসছে। কৃষির সময়ে এই স্বসহায়ক গোষ্ঠী অর্থাৎ তাজমহল এস এইট জি অধীন ২০০ থেকে ২৫০ কৃষক প্রত্যহ তাদের অধিকৃত জায়গায় কাজ করে চলেছে। কোন ধরনের কৃষিজ সামগ্রীর অভাব হচ্ছে না এই তাজমহল এস এইচ জি অধীনে। শুধুমাত্র তাই নয় বিভিন্ন খেত খামার পরিদর্শন করে কোথায় কোন ঔষধ কি পরিমানে দিতে হবে অর্থাৎ পেস্টিসাইড ইনসেক্টিসাইড এর বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে এই গ্রুপের মুখ্য সংখ্যালঘু মহিলা।

কৃষি বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা এসে সরাসরি এদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তাদের কাছ থেকে। এই গ্রুপের বাকি নয় জন প্রত্যেকের অবস্থা বর্তমানে বেশ স্বচ্ছল বলা যায়। যে সংখ্যালঘু মহিলাকে এক সময় সংখ্যালঘু সমাজ পর্দানুশীন করে এসেছিল আজ পর্দার বাইরে বাস্তবতার লড়াইয়ে তারাই দেখিয়ে দিচ্ছে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে পরিবারকে কেমন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা যায়। একটা অংশের মানুষের মনে তাদের এই উন্নতি হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও বাস্তবে তা সমাজের পথপ্রদর্শক হয়ে মানুষের মনে এই দশজন জায়গা করে নিয়েছে। কেমন করে পর্দার বাইরে নিজেদেরকে সফলতার শিখরে উন্নীত করা যায় তাজমহল এস এইচ জি গ্রুপের মহিলারা তা দেখিয়ে দিচ্ছে। এরা এগিয়ে চলেছে স্বমহিমায় নিজ আলোকে আলোকিত হয়ে।

ভারতে এখন মহিলারা সমান সম্মান পাচ্ছেন: উপরাষ্ট্রপতি ধনকড়

আজমের, ৮ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতে এখন মহিলারা সমান সম্মান পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, ভারতে মহিলারা এখন শ্রদ্ধেয়। বুধবার রাজস্থানের আজমেরের মেয়ো কলেজ গার্লস স্কুলের ৩৫তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় জগদীপ ধনকর একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতে মহিলাদের সমান সম্মান দেওয়া হয়। মহিলারা যখন ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ পেয়েছে, তখন দেশ চাঁদে পৌঁছে পতাকা স্থাপন করেছে। দেশে শিক্ষায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন আগামী দিনে ভারতকে বিশ্বের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ বিশেষ বিমানে করে আজমেরে পৌঁছন উপরাষ্ট্রপতি। কিষাণগড় বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানায় জেলা পুলিশ প্রশাসন। ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এখন দেশে মহিলারা সমান সম্মান পেতে শুরু করেছে। তিনি এদিন ছাভি রাজাওয়াতের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলারা এখন আমলাতন্ত্র, রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করছে। এখন সময় বদলেছে। ভারতের চন্দ্রযান মিশন সফল হয়েছে। দেশের শিক্ষানীতি জোরদার করা হয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কার ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়িয়েছে।

এদিন বিভিন্ন বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, যা উপরাষ্ট্রপতি উপভোগ করেন এবং পড়ুয়াদের অভিনয়ের প্রশংসাও করেন। উপরাষ্ট্রপতির সফর উপলক্ষে জেলা পুলিশের পাশাপাশি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল। স্কুলের আশেপাশে সব জায়গায় পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থা মোতায়েন করা হয়েছিল। তল্লাশি না করে কাউকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অনুষ্ঠানে মেয়ো কলেজ গার্লস স্কুলের কমিটির প্রাক্তন মহারাজ গজ সিং স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। তিনি উপরাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ সুপ্রীত বক্সীও এদিন বক্তব্য রাখেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।